**রত্নমালা**
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০



৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা



**কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড**
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২



কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১৭ আশ্বিন – ২৩ আশ্বিন, ১৪২৬ ঃ ৫ অক্টোবর – ১১ অক্টোবর, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 50, 5 October - 11 October, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা


## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাতিয়ে তোলার পর এবার

রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে দাঁড়িয়েও সকলের মন জিতে নিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী। সুস্পষ্ট বাক্যে মোদী জানালেন, তিনি গৌতম বুদ্ধকে চেনেন, যুদ্ধকে নয়। এভাবে শান্তির পূজারি বুদ্ধের কথা তুলে ইমরানের যুদ্ধ অস্ত্রকে তিনি ভোঁতা করলেন বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

**রবিবার:** নারদকাণ্ডে সিবিআই জেরার পর বিজেপি নেতা মুকুল রায় অভিযোগ করলেন এসব

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষড়যন্ত্র। কিন্তু কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত সিবিআই সম্পর্কে মুকুলের এই বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি বিজেপি নেতৃত্বের ওপরই আস্থা হারাচ্ছেন দেশের এই প্রাক্তন রেলমন্ত্রী?

**সোমবার:** উৎসবের মরসুমের শুরুতেই ভয়ঙ্কর আকার নিল

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বন্যা পরিস্থিতি। অবিরাম বৃষ্টির ফলে ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বানভাসি হয়ে মোট মৃতের সংখ্যা শতাধিক।

**মঙ্গলবার:** টালা সেতু বন্ধ থাকার ফলে যানজটে জেরবার

উত্তর কলকাতা ও শহরতলি। পুজোর ঠিক মুখে এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে নাজেহাল শহরবাসী।

**বুধবার:** জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায়

নিজের মতামত তুলে ধরলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। সাফ জানালেন, যেসব হিন্দুরা এদেশে শরণার্থী হিসেবেএসেছেন তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেবে মোদী সরকার। তবে মুসলিমদের যে এই সরকার অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দেখছে তাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন অমিত।

**বৃহস্পতিবার:** উৎসবের মরসুমে ভারতে জঙ্গি হানার সম্ভাবনার কথা

জানাল গোয়েন্দা দফতর। জইশ ই মহম্মদ জঙ্গিরা ইতিমধ্যে এদেশে ঢুকেছে বলেও জানা যাচ্ছে।

**শুক্রবার:** প্রায় একমাসের অজ্ঞাতবাসের পর ফের প্রকাশ্যে

এলেন কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল রাজীবকুমার। সারদাকাণ্ডে জামিন নিতে এদিন আলিপুর আদালতে হাজির হন এই বিতর্কিত আইপিএস।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

# বিষাদের সুর পুজোতেও

## পাওনা বঞ্চনা হাসপাতালে

**অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম**

চাকরিতে বঞ্চনার অভিযোগে কর্মবিরতি গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কর্মচারীদের।

প্রত্যেক মাসের সঠিক সময়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে না, তিন বছর যাবত কাজ করা সত্ত্বেও কোনো বেতন বৃদ্ধি হয়নি, প্রত্যেক মাসে চাকরিতে

হাসপাতালে বিক্ষোভরত কর্মীরা

কোনো ছুটি নেই। এইসব অভিযোগ তুলে শনিবার সকাল থেকে কর্মবিরতি করে ধর্নায় বসেছেন গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ১১২ জন কর্মী। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের হাউস কিপিং, সিকিউরিটি, ওয়ার্ড বয়, সুপারভাইজার, ফেস কন্ট্রোল এর সমস্ত কর্মীরা। আন্দোলনকারী কর্মীদের অভিযোগ ঠিকা সংস্থা 'ভেন্ডর' দীর্ঘদিন কোনো বেতন বৃদ্ধি করে নি। কোম্পানির কাছ থেকে এখনো অবধি কোনো Pay Slip পাইনি। আগে আবেদন–নিবেদন করেও কোনো সুরাহা হয়নি কোম্পানির তরফ থেকে।তাই তারা বাধ্য হয়ে আন্দোলন গেছেন বলে জানা রাজু কুন্ডু নামের এক আন্দোলনকারী। তিনি আরো জানান ইমারজেন্সি এবং ইনডোর করিস আবার সচল রেখে এই আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু আজ সকাল থেকে আউটডোর পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডাক্তার থাকলেও কর্মীর অভাবে তা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে।

## কর্মী ছাঁটাই বিমানবন্দরে

**কিংশুক দত্ত ● কোচবিহার**

শারদোৎসবের মুখে আচমকা বিষাদের সুর নেমে এলো তাদের জীবনে। এই মুহূর্তে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোচবিহার বিমানবন্দরে ঠিকা প্রথায় নিযুক্ত ১৭ জন নিরাপত্তা রক্ষী। কোনও কারণ না জানিয়েই তাদেরকে ছাঁটাই করল কর্তৃপক্ষ। কোনও নোটিশ না করেই

কোচবিহার বিমানবন্দরের সামনে অবস্থানরত ছাঁটাই হওয়া নিরাপত্তারক্ষীরা

সোমবার তাদেরকে ডেকে মঙ্গলবার অর্থাৎ অক্টোবর মাসের ১ তারিখ থেকে কাজে আসতে নিষেধ করল কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এই অবস্থায় মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরের মূল গেটে অবস্থানে বসলেন ছাঁটাই হওয়া এই সমস্ত নিরাপত্তারক্ষীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের কাজে পুনর্বহাল করা হোক। চলতি বছরের জুলাই মাসের ৩০ তারিখ কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পত্রিকায় এই নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়। ওয়াক ইন ইন্টারভিউ এর এই বিজ্ঞাপন দেখেই ইন্টারভিউ অংশ নেন এই ১৭জন ব্যক্তি এবং তাদেরকে নিরাপত্তা রক্ষী পদে নিয়োগ করে কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এরপর নিষ্ঠার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছিলেন নিরাপত্তারক্ষী পদে নিয়োগ হওয়া সংশ্লিষ্ট এই ব্যক্তিরা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সোমবার তাদেরকে মৌখিকভাবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে, তাদের এই কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# এনআরসি ক্ষতে অমিত দাওয়াই

**শক্তি ধর**

গত মাসের মাঝামাঝি দিল্লি গিয়েও রাজ্যের এনআরসি বিতর্কে জল ঢালতে পারেন নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে মুখেই স্বীকার করেছেন বাংলায় এনআরসি নিয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নি প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে। বরং অসমে এনআরসি আক্রান্তদের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমন কি এনআরসি নিয়ে রাজ্যের আতঙ্ক এই সাক্ষাৎকারের সুযোগে কেন কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরলেন না, সে প্রশ্নের ধোঁয়াশাও কাটাননি মুখ্যমন্ত্রী। অথচ চলতি মাসের গোড়াতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় এসে সোজা সরল ভাষায় বলে দিয়ে গেলেন এ রাজ্যে এনআরসি–র ভবিষ্যত। তবে কি বাংলায় এনআরসি আতঙ্কের আগুনে জল ঢালতে পারলেন অমিত শাহ? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে অমিত জল বা ঘি কিছুই ঢালেন নি আগুনে। তবে নাগরিক পঞ্জী যে এ রাজ্যে তৈরি হবেই তা নিশ্চিত করে দিয়েছেন। দেশভাগের পর এপারে আসা বঙ্গবাসীকে আড়াআড়িভাবে ভাগ করে দিয়েছেন শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীতে। আর এর জন্য তিনি রাখঢাক না করে ধর্মসম্প্রদায়ের নাম করে বলে দিয়েছেন কারা শরণার্থীর তালিকায় পড়বেন। লক্ষ্যণীয় অমিতের বক্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানায় নি রাজ্যের কোনও রাজনৈতিক দলই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাসবিদদের মতে শারদোৎসবের প্রাক্কালে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খোলাখুলি বক্তব্য রাখার দৃঢ়তার বীজ লুকিয়ে রয়েছে দেশভাগের ইতিহাসে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত এইচ ভি শেষাদ্রি তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ 'দি ট্রাজিক স্টোরি অফ পার্টিশান'–এ দেশভাগের জন্য ব্রিটিশ সরকার, মুসলিম লিগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে তিন খলনায়ক বলে দায়ী করেছেন। সঙ্গে সমর্থনকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন কমিউনিস্টদের। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লিগের গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন কমিউনিস্টরা। কংগ্রেস প্রথমে ক্রিপসের ভারত ভাগের প্রস্তাব বাতিল করে দিলেও তা ধরে রাখতে পারে নি। অবশেষে দ্বিজাতি তত্ত্বেই ভাগ হয়ে যায় ভারতবর্ষ। মূলত পঞ্জাব ও বাংলার উপরে কোপ পড়ে ক্ষমতার লোভ ও লালসার তরবারির।

এরপর পাঁচের পাতায়

# দেবীপক্ষে নিদ্রা যাবেন দুই ভগবান

**ওঙ্কার মিত্র**

নাটকের সেই বিখ্যাত গানটির মতো 'কেউ শব্দ করো না, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না।' আকাশ নীল হয়েছে, মেঘ পেঁজা তুলোর আকার নিয়েছে, মাঠে সাদা কাশ দুলছে, টুপটাপ ঝড়ে পড়ছে গেরুয়া–সাদার কম্বিনেশনে অনন্য সৃষ্টি শিউলি। পুজো এসে পড়েছে। বাঁধনছাড়ার কাউন্ট ডাউন চলছে কর্মক্লান্ত মনে। মহালয়ার ভোরে রেডিওয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠ বাজলেই বাঙালির উদ্দাম হতে আর পাঁচটি দিন। এ তিথি মন হারাবার। শাস্ত্রে আছে পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষ পড়লে নিদ্রামগ্ন হন দেবতারা। জেগে ওঠেন দেবীরা। পিতৃদেবতাদের মতো বাংলায় যখন অসুর নিধন পর্ব চলবে তখন রাজ্যে ঘুমোতে যাবেন দুই ভগবানও। মানবাধিকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ। কলকাতা শহরে এসময় মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দূষণের বিরুদ্ধে শব্দ করা বারণ। কারণ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব চলছে। এখন মানুষের সব অধিকারের নিয়ন্ত্রণ পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে। তাঁদের আঘাত মানে বাঙলার সম্মান হানি! তাই এই দেবীপক্ষে নাগরিকদের অবাধে পথ চলার অধিকার থাকবে না। এমনকি বাড়ি থেকে স্বচ্ছন্দে বেরোতে না পারলেও শব্দ করা চলবে না। কারণ বাঙালির সম্মান যাবে। চলবে প্লাস্টিক সহ দাহ্য বস্তু নিয়ে প্যান্ডেল বাঁধা, শহরের রাস্তা ঘাটে অবাধে বিকোবে অস্বাস্থ্যকর খাবার, বালাই থাকবে না স্বাস্থ্যবিধির। রাত্রি দশটার পরেও তাণ্ডব চালাবে শব্দদানব। ডিজে চলবে নিজের ছন্দে। আর নিদ্রামগ্ন থাকবেন দুই ভগবান। অবশ্য পাড়ায় পাড়ায় বাঁশ–দড়ি পড়ার পরই শুতে গিয়েছেন এঁরা। জাগবেন দেবী পক্ষের পরে। এরপরেও পুজো উদ্যোক্তাদের উঠোন ভরে উঠবে নানা সংস্থার পুরস্কারে। সাফল্যে গদগদ হবেন বাংলার দুর্গাপুজোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর পুজো কমিটির কেষ্ট বিষ্টুরা।

শাস্ত্রকার ও সমাজবিদরা কিন্তু বলছেন, না না পুজো মানে মোটেই এটা নয়। বাঙালির সম্মানও এত ঠুনকো নয় যে তা পুজোর থিম দিয়ে ধরে রাখতে হবে। ন্যায় অন্যায়ের লড়াইতে রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য যে মাকে অকালে এই ধরায় এনে বোধন করেছিলেন আমরা সেই মায়েরই পূজারী।

এরপর পাঁচের পাতায়

বোধনের আগেই বিসর্জনের প্রস্তুতি : তখনও মা আসেননি। তৃতীয়ার বিকেল থেকেই কলকাতার রেড রোডে শুরু হয়ে গিয়েছে বিসর্জন শোভাযাত্রার প্রস্তুতি। যার পোশাকি নাম কার্নিভাল। চন্দননগরের আদলে শহরে শুরু হয়েছে এই নতুন উৎসব।

## বিশ্ব বাংলা সম্মান

**বরুণ মণ্ডল:** শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। এবার বিশ্ব বাংলার শারদ সম্মান ২০১৯ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সেরা পুজোর স্বীকৃতি ঘোষিত হল গত ৪ অক্টোবর আলিপুরের জেলাশাসকের কোর্ট চেম্বারে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

## ছুটি

**দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। আগামী ১২ অক্টোবরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ১৯ অক্টোবর থেকে যথারীতি পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে পত্রিকা।**

**আলিপুর বার্তার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের শারদোৎসবের শুভেচ্ছা।**

# দুই উদ্বেগে মায়ের বোধন

**কল্যাণ রায়চৌধুরী ● উত্তর ২৪ পরগনা**

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় দুর্গোৎসবের একেবারে প্রাকলগ্নে ভাটপাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হলেও ডেঙ্গু ও অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশাসনিক মহল সহ জনমানসে একটা উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। বনগাঁ থেকে শুরু করে গাইঘাটা, গোবরডাঙা হয়ে হাবড়া, অশোকনগর পর্যন্ত এবারে ডেঙ্গু যে হারে বিস্তার লাভ করেছিল, বর্তমানে তা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হলেও নির্মূল নয় বলে জানা গিয়েছে। অশোকনগর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'অশোকনগর হাসপাতালে প্রায় শ'দুয়েক রোগী ভর্তি। তার মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন।' তিনি বলেন, 'মাঝখানে অনেকটা প্রকোপ কমে গেলেও সম্প্রতি আবার একটু বেড়েছে। তবে আতঙ্কিত হবার পরিস্থিতি নেই।' এইরকম কথা জানালেন হাবড়া হাসপাতালের সুপার শঙ্করলাল ঘোষ। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমরা এখানে রোগী ভর্তির সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। তার মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাতানব্বই জন। মাঝখানে একটু কমে গেলেও আবার নতুন করে লোড বাড়ছে। বাইরে থেকেও বেশ কিছু রোগী এসেছেন।'

এরপর পাঁচের পাতায়

# ৭৬টি গ্রামের একটাই পুজো, আনন্দে সাজছে সুন্দরী অযোধ্যা

**দেবাশিস রায় ● পুরুলিয়া**

ও কেন এত সুন্দরী হল....? --- রুখাশুখা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়কে এই সময় দেখে এই গানের কলিটিই কার্যত সবার আগে মনে পড়ে যায়। প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী মান্না দে'র গাওয়া এই কালজয়ী গানটিতে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় মুগ্ধ হওয়া মানুষগুলো বৃষ্টিস্নাত অযোধ্যা পাহাড়ের রূপেও মোহিত। মোহময়ী এই স্নিগ্ধ রূপ মাধুর্যের টানে তাই তো প্রকৃতিপ্রেমীরা বারংবার ছুটে আসে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে। দিগন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশতলে সবুজের গালিচা আর চঞ্চলা ঝর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরী অযোধ্যার হাতছানিকে উপেক্ষা করবে এমন সাধ্যি কার? মোহময়ীর এমনই শারদীয় সাজানো আঙিনা এখন ধামসা–মাদলের মাতাল করা সুর, নাচের ছন্দ আর মহুয়ার মাদকতায় ভরে ওঠার দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

৭৬টি গ্রামের একটিমাত্র দুর্গাপুজো। তারই সম্মিলিত আয়োজন ঘিরে এই মুহূর্তে চূড়ান্ত ব্যস্ত

অযোধ্যা পাহাড়ে এবারের প্রতিমা

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়বাসী। না, কোনও থিমের প্রতিমার চমক নেই। বাহারি মণ্ডপসজ্জার আয়োজন নেই। চোখধাঁধানো আলোকসজ্জার আতিশয্যও নেই। কিন্তু, যা আছে তা কংক্রিটের জঙ্গলের রাজত্বে একটানা হাঁফিয়ে ওঠা মানুষগুলোর কাছে অনন্য সুখানুভূতির উপকরণ। সবুজ পাহাড়ের কোলে সাদামাটা সামিয়ানা। একচালার সাবেকি প্রতিমায় দেবী দুর্গার ভক্তিপূর্ণ আবাহন। মোরগ লড়াই, ফুটবল খেলা, যাত্রা, নাটক, ধামসা–মাদলের দ্রিমি দ্রিমি তালে নাচ–গান, খানাপিনা, পাহাড়ি মেলার মাঠে মাটির গন্ধ মাখা সহজ সরল মানুষগুলোর আপ্যায়ন..., ব্যস! আর কী চাই ?

অযোধ্যা, বাগাণ্ডী, ছাতনী, পুচরীরাখা, কুশলপল্লি, টাঁরপানিয়া সহ ৭৬টি গ্রাম রয়েছে সুবিস্তৃত অযোধ্যা পাহাড়ের বুকে। সমগ্র এলাকার লোকসংখ্যা মেরেকেটে প্রায় তের হাজার। এলাকার বাসিন্দারা হিলটপে ময়দানের পাশেই প্রায় ৪০ বছর ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে আসছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এখানকার অধিকাংশ মানুষজন দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ করে কিংবা দিনমজুর খেটে একটা বিরাট অংশের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। পাহাড়ের কোলে সামান্য পরিমাণ জমিতে কৃষিকাজ হয়। তাও সেটা বর্ষার সময়। এখন অবশ্য সরকারি সহযোগিতায় এলাকায় নানাবিধ উন্নয়ন ঘটায় নতুন নতুন কাজের দিক খুলতে শুরু করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়


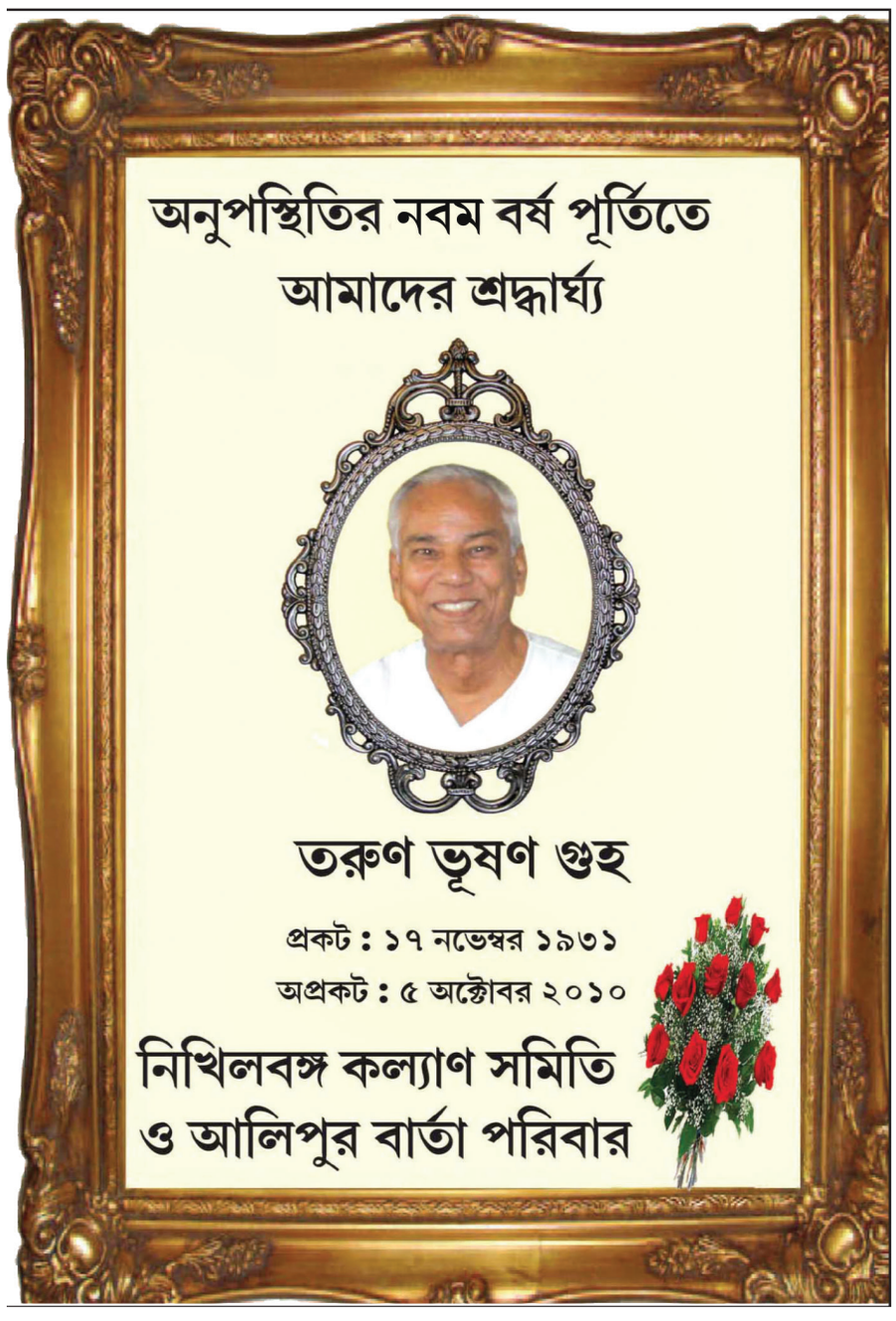

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 50, 5 October - 11 October, 2019

# সূচক বাড়ুক, বাজারে স্থিতি ফিরুক

পার্থসারথি গুহ

যে কোনও সপ্তাহের শুরু ও শেষ আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো শেয়ার বাজারেও বিশাল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ভারতীয় শেয়ার বাজারের কথাই বলা যাক না। গত সপ্তাহের প্রথম দিন যেভাবে ধেড়িয়েছিল নিফটি ও সেনসেক্স তাকে একটু ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলা চলে ওপেনিং জুড়ির ব্যর্থতা। আবার সেই অর্থবাজারই এই সপ্তাহের গোড়ায় ঝকঝকে দুটো দিন উপহার দিল। একে আবার গালভরা কথায় বলা যায় মিডল অর্ডারের সাফল্য। তবে এটাই কষ্টের মিডল অর্ডার কিছুতেই টিকে থাকতে পারল না। শুক্রবার ঝপাঝপ উইকেট পতন হল নিফটির বড় পতনের হাত ধরে। তাও বছর শেষে মিডক্যাপের তেড়েফুঁড়ে বাড়াটাও কোনও অংশে কম নয়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই।

এখন দেখার এই সাফল্যের ছটা আরও কতটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারণ, এরপর নিশ্চিতভাবে বাজারের মুখ ওপরের দিকে তুলে রাখতে মিডল অর্ডারের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে টেল এন্ডারদের। তবে গিয়ে হয়তো আরও বড় মুভ লক্ষ্য করা যাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় নিফটি যতক্ষণ ১১ হাজারের ওপর থাকছে ততক্ষণ অন্য কোনও কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু ১১ হাজার ভেঙে নিফটি যদি ট্রেড করতে থাকে তবে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে

**অর্থনীতি**

আসতে পারে।

শেয়ার বিশেষজ্ঞরা তাই লগ্নিকারীদের ট্রেডিংয়ে বেশি ঝুঁকি না নিতে পরিহাস করে বলছেন, এখনকার এই সন্ধিক্ষণে টি–২০ খেলতে যাবেন না মোটেই। আপাতত ক্রিজে টিকে থাকলেই রান আসবে বলে অভিমত তাঁদের। বলাবাহুল্য, এই রান আসা বলতে শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে লগ্নিকারীদের সংযম বজায় রেখে বিনিয়োগে যেতে বলছেন তা পরিস্কার। রোজ রোজ পজিশন না রেখে ইন্টারডে কেনাবেচা সাঙ্গ করে হাত খালি রাখার সুপারিশও করছেন তাঁরা।

নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য বেশ কিছু সীমা–পরিসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ১১,৩০০র ওপর ক্লোজিংটা খুব জরুরি। এটা ভেঙে বন্ধ করলে টেকনিক্যালি অনেক খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেটা হবে অবশ্য ধাপে ধাপে।

আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থবাজারের কিছু নেতিবাচক বার্তা আগামীতে প্রভাব ফেলতে পারে অর্থবাজারে। বিদেশি এই উথাল–পাতালের মাঝে পড়ে নড়ে যেতে পারে লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ১০,১০০–১১,১০০ হল নিফটির বড় লাইফলাইন। এই হাজার পয়েন্টের খেলাটাই চলতে পারে এখন। এর মধ্যে নিফটি ১০ ৪০০ থেকে ১০,৩০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল। সে জন্যই এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এই ক্লোজিং। বুল বেয়ারের যে দ্বন্দ্বটা চলছে তারও একটা এসপার–ওসপার হওয়া বিশেষ জরুরি। এটা যে তেজি বাজার চলছে তা বোঝানো যেমন দরকার বুলদের জন্য, ঠিক তেমনই বেয়ারদের প্রমাণ করার তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়ে হ্যায় বেচুবাবু কা জমানা।

সাম্প্রতিক ১২ হাজারি উচ্চতার পর প্রায় ১৪০০ পয়েন্ট খোয়াল নিফটি। শতাংশের বিচারে প্রায় ১১–১২ শতাংশ। এই পতনে আবার বিদেশি ফান্ডগুলোর বড় বিক্রি মস্ত কারণ। তবে আশার কথা এখনও কিনে চলেছেন দেশি মিউচুয়াল ফান্ডগুলো। সেই ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত হয়তো আরও ৫ শতাংশ পয়েন্ট হারিয়ে বা তার সামান্য বেশি খুইয়ে নিফটি ১০,৩০০ এ নামতে পারে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা বড় ফান্ডের। অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন ঘটলে বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। আর ডামাডোল এলে আরও পতনের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

নতুন করে ওপরে ওঠার মতো রসদ খুব বেশি না থাকলেও পতনের কোনো গল্প নেই। নিফটির আশু সাপোর্ট ধরা হচ্ছে ১০,২০০ র জায়গাকে। যদিও এর থেকে বেশি নিরাপদ ১০ হাজারকে সাপোর্ট ধরে নেওয়া। ওপরের দিকে রেজিস্ট্যান্স বলতে ১২ হাজার নিশ্চিতভাবে একটা মনস্তাত্ত্বিক সংখ্যা। তার চেয়ে ওপরে সূচক গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এর আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১১,৭৫০। কিছুদিন সেই রেকর্ড ভাঙল নিফটি। ১১,৮৫০ ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মাইলস্টোন গড়ে তোলে নিফটি। তারপর আবার একটা ছোট্টব্যাক সাড়ে ১১ হাজারের কাছে গোত্তা খেতে দেখা যায় নিফটিকে। সেই জায়গা থেকে ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতো সপ্তাহের শেষ দিন ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় সূচকজোর। যা নিঃসন্দেহে বুল তথা ইতিবাচক লগ্নিকারীদের পক্ষে স্বচ্ছ বাতাবরণ গড়ে তুলছে। কেন্দ্রে স্থায়ী সরকারের পুনর্প্রতিষ্ঠাই এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজারকে উদ্দীপ্ত করছে। তার সঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে বিদেশিদের কেনার ব্যাপারটাও।

বুলরা মূলত বাজারের বাড়ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বাড়া বা কমার মধ্যেই বুল–বেয়ারদের লড়াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে।

যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হয়ে উঠবে নতুন আঙ্গিকে নয়া চ্যালেঞ্জ। এখানেও লগ্নিকারীদের অটল থাকতে হবে তাদের বেসিক জায়গায়। হুটপাট করে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে দেখেশুনে কেনায় যেতে হবে। কারণ, এখন ভুলভাল শেয়ার বাছাই করলে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন লগ্নিকারীরা। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে তবেই পদক্ষেপ করতে হবে।

# ২৩ অ্যাসিস্ট্যান্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সুপ্রিম কোর্ট পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২৩ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৪০টি ও ১০০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৯–২০১৯'র হিসাবে ২৭ বছরের মধ্যে। তফশিলী, ও বি সি, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে মাসে প্রায় ৪৪,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৩টি।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের। এইসব বিষয়ে : জেনারেল ইংলিশ ৫০টি, জেনারেল অ্যাপ্টিটিউট ২৫টি, জেনারেল নলেজ ২৫টি। সময় থাকবে ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। এরপর ৭ মিনিটের শর্টহ্যান্ড টেস্ট ও ১০ মিনিটের কম্পিউটার টেস্ট। সব শেষে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.sci.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৩০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ১৫০) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। এরপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

# রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ১৩৪ অফিসার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাঙ্ক 'আই টি অফিসার', 'অ্যাগ্রিকালচার ফিল্ড অফিসার' ও 'টেকনিক্যাল অফিসার (স্কেল–I)' পদে ১৩৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

সফটওয়্যার ডেভেলপার/ আই টি প্রোগ্রামার (জেনারেলিস্ট ক্যাডার) : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজির গ্র্যাজুয়েট (বি ই বা বি টেক) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজির পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ : ৩০টি (জেনাঃ ১৩, ই ডব্লু এস ৩, ও বি সি ৮, তঃ জাঃ ৪, তঃ উঃ জাঃ ২)।

অ্যাগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার : অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি সায়েন্স, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারি সায়েন্স, পিসিকালচার বা অ্যাগ্রিকাচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কোঅপারেশন, কো–অপারেশন অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং, অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি, ফরেস্ট্রি, অ্যাগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি, ফুড সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি বা অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের

**কাজের খবর**

ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। কোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কে অন্তত ৬ মাস কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : ৫০টি (জেনাঃ ২২, ই ডব্লু এস ৫, ও বি সি ১৩, তঃ জাঃ ৭, তঃ উঃ জাঃ ৩)।

টেকনিক্যাল অফিসার (সিভিল / ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) : সিভিল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরা (বি ই বা বি টেক) মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন কররতে পারেন। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। শূন্যপদ : ৪টি। এর মধ্যে সিভিলে ২(জেনাঃ) ও ইলেক্ট্রিক্যাল ২ (জেনাঃ)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুনতে হবে ৩১–৭–২০১৯ – এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ২৩,৭০০ – ৪২,০২০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, কল্যাণী, শিলিগুড়ি, আগরতলা, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর, রাঁচী, পাটনা, ভাগলপুর, গুয়াহাটি, শিলচর, জামশেদপুর, ধানবাদ, শিলং, আইজল।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.psbindia.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৭০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৪০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত নকল আর এখনকার তোলা এক কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Deputy General Manger (HRD), Punjab and Sind Bank, 5th Floor, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi– 110 008.

# রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক কোর্স শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে 'মাধ্যমিক' কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ক্লাস এইট পাশ ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা আর না করে থাকলে এখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করতে পারেন। যাঁরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হতে পারেননি, তাঁরাও এখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১ জুনের হিসাবে অন্তত ১৪ বছর। ভর্তি নেওয়া হয় বছরে দুবার জুন ও ডিসেম্বরে। এখন ভর্তি নেওয়া হচ্ছে ডিসেম্বর সেশনের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় কয়েকশোর বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন। মাধ্যমিকে মোট ১১টি বিষয় আছে : বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, গৃহবিজ্ঞান, বাণিজ্য বিজ্ঞান। ওপরের ওইসব বিষয় থেকে অন্তত ৭টি আবশ্যিক বিষয় আর ১টি অতিরিক্ত বিষয় নিতে হবে। ভর্তির সময় সব বিষয়গুলি একসঙ্গে নিতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। ভর্তির দু'মাসের মধ্যে এক বা একাধিক বিষয় নিতে পারবেন।

ভর্তির ৬ মাস বা তার পরে সাধারণ ভর্তির সময় আবার নতুন বিষয় নিতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে বিষয় নেওয়ার ১ বছর পর সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন। সব বিষয়ের পরীক্ষা একই সঙ্গে দিতে পারবেন। তবে প্রস্তুতি ঠিক না হলে ৫ বছর ধরে দু'বার করে মোট ৯ বার পরীক্ষা দিয়ে সফল হতে পারবেন। বাংলা বিষয়ের প্রতিটি পত্রে ১০০ হিসাবে দুটি পত্রের পূর্ণমান ২০০।

উত্তরণ মান একত্রে ৬৮। অন্যান্য বিষয়ের পূর্ণমান ১০০ ও উত্তরণ মান ৩৪। ৭টি আবশ্যিক বিষয় নিয়ে যাঁরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করবেন, তাদের মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেট মাধ্যমিক পাশেরা সমতুল হিসাবে ধরা হবে। উপরের ৭টি বিষয়ে পাশ না করলে অন্যান্য বিষয়ের পাশকে শুধু পাশ হিসাবে ধরা হবে। এজন্য মার্কশিট পেলেও সার্টিফিকেট পাবেন না। অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৩৪ নম্বর বাদ দিয়ে বাকি নম্বর মোট প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে। এবছর ডিসেম্বরে ভরতি হলে পরের বছর ডিসেম্বরে পরীক্ষা দিতে পারবেন। এখন থেকে মাধ্যমিক পাশ করলে পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে যেমন উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন, তেমন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা সংসদ স্বীকৃত যে কোনও প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক কোর্সেও ভর্তির সুযোগ পাবেন। ভর্তির সময় যাবতীয় বইপত্র দেওয়া হবে। ক্লাস হয় সাধারণত ছুটির দিন বা কাজের দিন সন্ধ্যাবেলায়।

দরখাস্ত করবে অনলাইনে বা অফলাইনে। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি। কোন কোন স্টাডি সেন্টারে ফর্ম পাবেন তার তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন কিংবা নিচে দেওয়া সংসদের অফিসে পাবেন। পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে দেবেন : (১) বয়সের প্রমানপত্র হিসাবে জন্ম সার্টিফিকেট / কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকলে তার রেজিস্টার থেকে প্রমাণপত্র / পুর প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র (প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার বা অনুমোদিত বিদ্যালয় বা কলেজের প্রধানের প্রত্যয়িত করা হতে হবে), (২) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসাবে ক্লাস এইট পাশ সার্টিফিকেট বা এইট পাশ পর্যন্ত স্বশিক্ষিত হলে শিক্ষার্থীর নিজের লিখিত বিবৃতি দিতে হবে, (৩) স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, (৪) এখনকার তোলা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের সাদাকালো ফটো (নিজের সই করা)। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। সংসদের অফিসের ঠিকানায় : পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সাংসদ, বিকাশভবন, তৃতীয় তল, পূর্বপার, বিধাননগর, কলকাতা– ৯১। ফোন : (৩০০) ২৩৫৯৭৭১১, ২৩২১৩২৬১। ওয়েবসাইট : www.twbcros.org.

# কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্বান ম্যানেজমেন্ট ও প্ল্যানিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর আর্বান ইকনমিক স্টাডিজ, আর্বান ম্যানেজমেন্ট ও প্ল্যানিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ইকনমিস্ট, জিওগ্রাফি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি, ইতিহাস, কমার্স, টাউন প্ল্যানিং– এর মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা ভর্তির জন্য আবদেন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রাপ্ত নম্বর ও ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে। ইন্টারভিউয়ের সম্ভাব্য তারিখ : ১৯ অক্টোবর, বেলা ১টায়। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আর্বান লোকাল বডিস ও প্ল্যানিং সংস্থায় কর্মরতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সিট : ১৫টি। ১ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে পড়ানো হবে এই ১২টি বিষয় : (১) আর্বানাইজেশন প্যাটার্ন ও ট্রেন্ডস, (২) আর্বান ইকনমিক্সের বেসিক ধারণা, (৩) আর্বান পলিটিক্স ও সোশ্যাল ইস্যু, (৪) আর্বান গভর্নেস ল' ও ডেভেলপমেন্ট, (৫) আর্বান প্ল্যানিং, (৬) আর্বান ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্ল্যানিং, (৭) সিটি ও মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং, (৮) আর্বান প্ল্যানিংয়ের টুলস ও টেকনিক, (৯) আর্বান ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টস ও ভ্যালুয়েশন, (১০) হাউজিং, আর্বান রিনিউয়্যাল ও কনজারভেশন, (১১) আর্বান ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ও (১২) কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও জি আই এস। ক্লাস শুরু হবে ২ নভেম্বর থেকে। ক্লাস হবে প্রত শনিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এই কোর্স করার পর পুরসভা, পঞ্চায়েত আর্বান প্ল্যানিং সংস্থায় চাকরি পাওয়া যায়। কোর্স ফি : ৪৫,০০০ টাকা। টাকা দিতে হবে ৩টি কিস্তিতে সমান। অ্যাপ্লিকেশন ফি : ১০০ টাকা। আবেদন করতে হবে নির্ধারিত বয়ানে ও বয়ান ডাউনলোড করবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে। দরকাস্ত জমা দেওয়ার সময় টাকা দিতে হবে। কোর্স ফি ও অ্যাপ্লিকেশন ফি পাঠাতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ড্রাফট পাঠাবেন 'আর্বান ম্যানেজমেন্ট ও প্লানিং কোর্সে' এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'কলকাতা'। পূরণ কররা দরখাস্ত জমা দিতে হবে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে এই ঠিকানায় : সেন্টার ফর আর্বান ইকনমিক্স স্টাডিজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১, রিফরমেটরি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০২৭। ফোন : (০৩৩)২৪৭৯০১৫৬।

# বিনা খরচে তপশিলী জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের সেলাইয়ের (টেলারিং) কোর্স

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের পরিচালনায় বিনা খরচে তপশিলী জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের সেলাইয়ের কোর্স করানো হচ্ছে। ৬ মাসের অনাবাসিক প্রশিক্ষণ। যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। পারিবারিক বার্ষিক আয় হতে হবে ৩,০০,০০০/– টাকার মধ্যে। ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হবে।

প্রকল্প রূপায়ণে আছে 'প্রগতি'। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি হল : (১) বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) : ৯৪৩৪৬৬৬২২২, (২) ডোমকল (মুর্শিদাবাদ) : ৯৭৩৪৮০৯৯০৯, (৩) জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) : ৯১৫৩২৬৯৫৩০, (৪) মালদা টাউন (মালদা) : ৭০০১৬৬৯৪২২, (৫) ইটাহার (উঃ দিনাজপুর) : ৯৪৭৫৫৮৮৭৫৬, (৭) হিলি (দঃ দিনাজপুর) : ৯৪৩৪৯৬৯৪০৪, (৮) গঙ্গারামপুর (দঃ দিনাজপুর) : ৯৬৩৫৮১৮৬৮০, (৯) শান্তিপুর (নদিয়া) : ৭০০১১৪১১৫৪, (১০) দিনহাটা (কোচবিহার) ৯৯৩২৩০৭৯২৫। অনলাইনে আবেদন করুন : www.wbscstcorp.gov.in

# সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৫ অক্টোবর – ১১ অক্টোবর, ২০১৯

**মেষ:** দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

**বৃষ:** সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

**মিথুন:** লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

**কর্কট:** জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

**সিংহ:** স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

**কন্যা:** অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

**তুলা:** পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

**বৃশ্চিক:** শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

**ধনু:** শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

**মকর:** কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

**কুম্ভ:** প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

**মীন:** শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

## শব্দবার্তা ১৪৯




শুভজ্যোতি রায়

### পাশাপাশি

১। বংশের গৌরব বৃদ্ধিকারক ৫। সম্মত, স্বীকৃত ৬। প্রেম, ক্রোধ ৭। ন্যূনাধিক, কম–বেশি ৯। কুৎসিত আকৃতি এমন ১১। সৌধ, প্রাসাদ ১২। সবারই আছে ১৩। অনেক অনেক সালাম।

### উপর–নীচ

১। সৌভাগ্যবান ৩। পিছনে বা পরে আগত ৪। মৌলবি ৮। (মুসলমান) বিবাহ বা অন্য উৎসবে ব্যবহৃত মানুষে টানা যান বিশেষ ৯। মতপ্রকাশ বা প্রতিবাদের অধিকার হরণ ১০। করুণা, দয়া।

**সমাধান : শব্দবার্তা ১৪৮**

**পাশাপাশি :** ১। গোপাল ৩। মহিমা ৪। ইসলাম ৫। দখল ৭। গরবা ৯। চলমান ১১। কার্তিক ১২। জটলা।

**উপর–নীচ :** ১। গোলাপভোগ ২। লড়াই ৩। মনোমদ ৬। ললিতকলা ৮। বাচনিক ১০। নমাজ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে ৭০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিষেবা কল্যাণ বিভাগ ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ফার্মাসিস্ট গ্রেড – III : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বা অঙ্ক উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ফার্মাসির ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ : ৬১টি (জেনাঃ ৩০, তঃ জাঃ ১৬, তঃ উঃ জাঃ ৪, ও বি সি– এ ক্যাটেগরি ৫, ও বি সি – বি ক্যাটেগরি ৫, প্রতিবন্ধী ১)। ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক বা বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ : ৯টি (জেনাঃ ২, তঃ জাঃ ১, ও বি সি – এ ক্যাটেগরি ১, ও বি সি – বি ক্যাটেগরি ১)।

কোন পদের জন্য কেমন শিক্ষাত যোগ্যতা , বয়স, মূল মাইনে তা বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : R/Lab. Asst. – 9/73/(1)/2019 & Phar./ 74(1)/1/2019. দরখাস্ত করবেন অনলাইন ১৭ অক্টোবরের থেকে ২৪ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhrb.in

# আতস কাঁচে

## বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানা এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আব্দুল সেলিম মন্ডল নামে ওই বাইক আরোহী। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সকালে এক বন্ধুর সাথে বাসন্তী বাজারে যাওয়ার পথে একটি অটো কে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গেলে গুরুতর জখম হন আব্দুল সেলিম মন্ডল নামে ওই বাইক আরোহী। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থা বাইক আরোহী কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

## অটোর ধাক্কায় জখম বৃদ্ধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেপরোয়া অটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক বৃদ্ধ। গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধ কানাই নস্কর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার বাসন্তী চৌমাথা এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সকালে সোনাখালি বাজারের ব্যবসায়ী কানাই নস্কর দোকান খোলার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি দ্রুতগামী অটো তার পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারলে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন কানাই বাবু। স্থানীয় পথচারীদের সহায়তায় অটো চালক কানাই বাবু কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। তার মাথায় ও পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগায় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

# সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করার প্রয়াস

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী:** একদিকে বিশ্বউষ্ণায়ণ ও জল সংকট পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে সুন্দরবন সহ সমগ্র বিশ্বে।এমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রধান দায়ী মাত্রাতিরিক্ত প্লাসটিক ব্যবহার এবং বৃক্ষনিধন।এখনই সচেতন না হলে আগামীতে পৃথিবীর বহু দেশ সহ সমগ্র সুন্দরবন বিলীন হয়ে যেতে পারে এমনই অভিমত বিশ্বের তাব। তাব। বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের।এমনই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে সমগ্র সুন্দরবনকে রক্ষা করার মহান উদ্যোগ নিয়ে রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা ওএনজিসি'র সহায়তায় বাসন্তী ব্লকের কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে কুলতলি বাজার সহ সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন বাজারে প্লাসটিক বর্জনের আবেদন জানিয়ে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।মঙ্গলবার বিকালে এই পদযাত্রায় প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার কয়েক হাজার মানুষজন সহ এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমাজসেবী এবং সাধারণ মানুষজন পদ যাত্রায় সামিল হয়ে প্লাসটিক মুক্ত সুন্দরবন গ।ার আহ্বান জানান।পাশাপাশি প্লাসটিক যে কত ভয়ঙ্কর সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনদের কে সচেতনতা করে বার্তাদেন।সাথে সাথে ব্যবহৃত প্লাসটিক যাতে যত্রতত্র না ফেলে পু।য়ে ধ্বংস করে দেওয়ার ও আর্জি জানান।

এদিন পদযাত্রায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওএনজিসি'র জেনারেল ম্যানেজার রাজসুজিত নারায়ণ চৌধুরী,বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা,ওএনজিসির আধিকারিক পবিত্র কর, সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

ওএনজিসি'র জেনারেল ম্যানেজার রাজ সুজিত নারায়ণ চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রায়াত্ত তেল ও গ্যাস সংস্থার স্বচ্ছতাই সেবা প্রকল্পের মধ্যদিয়ে সমগ্র দেশজুড়ে এমন সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে কাজকর্ম করে চলেছ,পাশাপাশি সমগ্র সুন্দরবন যাতে প্লাসটিক মুক্ত গড়ে তুলতে পারি তার জন্যই আমাদের এই বিশেষ কর্মসূচির পরিকল্পনা।

অন্যদিকে বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন আমরা আমাদের এই সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই সুন্দরবন কে একটা সচ্ছতার পরিবেশ তৈরি করতে বদ্ধ পরিকর। যাতে করে আগামী দিনে বিপদ মুক্ত সুন্দরবন গড়ে তুলতে পারি তার জন্য ওএনজিসির সহযোগিতায় আরো বেশি করেই অগ্রগতির জন্য আমরা সুন্দরবন কে প্লাসটিক মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। প্লাসটিক মুক্ত সুন্দরবন গড়তে পারলে একদিকে যেমন সুন্দরপরিবেশ গড়ে উঠবে তেমন রক্ষা হবে সমগ্র সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবমন্ডল।

# মৎস্য চাষের পদ্ধতি দেখতে এলেন আফ্রিকানরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকারের মৎস্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করেন।আর সেই ১০দিনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে।এই প্রশিক্ষণে সূদূর দক্ষিণ আফ্রিকা মহাদেশের চারটি দেশের ১১ জন সদস্য

অংশগ্রহণ করেন। ভারতের মৎস্য চাষিরা কিভাবে মাছ চাষ করেন সেই পদ্ধতি জানতে এবং এদিন সুন্দরবন ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ও নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সমস্ত চাষিরা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন তাদের মাছ চাষের পদ্ধতি দেখতে হাজির হয়েছিলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায়।

কারণ এই সুন্দরবনের মাছ চাষের পরিকল্পনা রপ্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকায় আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটানো। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আফ্রিকার ১১ জন সদস্য পরিদর্শন করলেন সুন্দরবনের মাছ চাষ।সুন্দরবনের এই মাছ চাষের পদ্ধতি কে অনুকরণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় মাছ চাষের প্রচলন ঘটাতে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন ভারত সরকার। প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা ১১ জনের সদস্য বিশিষ্ট দলটি শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যায়।

১১ সদস্যের অন্যতম বেনার্ড, নানসি, হালু, যোসেফ 'রা বলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে ভারতীয় প্রযুক্তি অনুসারে মাছ চাষ করে দেশ কে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাবেন ।

# ছোট ইলিশ রুখতে রাতেই অভিযান আড়তে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** একেই ইলিশের অকাল। তার উপর মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে ইলিশের দাম।সাতশো টাকা থেকে তিন হাজার টাকায় কেজি প্রতি বিকোচ্ছে ৬০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের ইলিশ।বিভিন্ন সমুদ্রে এবং নদীতে ইলিশের প্রজনন থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওজনের এবং পরিমাপে বড় হওয়ার আগেই সরকারি নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করেই সেই সমস্ত ছোট ছোট ইলিশ মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে মুনাফা লুঠে ধ্বংস করছিল ইলিশের বংশ। প্রশাসন ও মৎস্য দফতরের কাছে এমন খবর গোপনে আসছিল। অবশেষে সুস্বাদু বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছের বংশ রক্ষা এবং পর্যাপ্ত পরিমান ওজনে যাতে বড় হতে পারে ইলিশ মাছ,তারজন্য এলাকায় সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য মৎস্য দফতর এবং নজরদারির জন্য গঠিত হয়েছে টাস্কফোর্স। শুক্রবার রাতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মস্য কর্মাধ্যক্ষ উমাপদ পুরকাইত,এডিএম সুমন সাহ,ক্যানিং ১বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে,ক্যানিং ১ মৎস্য আধিকারিক অরুণ কুমার দেব ও ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির মস্য কর্মাধক্ষ সুলেখা হালদার এর নেতৃত্ব বিশেষ টাস্কফোর্স আচমকা ক্যানিং শহরের মাছের আড়তে হানা দিলেন।যদিও এর আগে জেলার ডায়মন্ডহারবার,কাকদ্বীপ,কুলপি তে ছোট ইলিশ বিক্রির জন্য ধরপাকড় শুরু হলে সেখান থেকে ছোট ইলিশ উদ্ধার হলেও ক্যানিংয়ের আড়ত থেকে কোনও ছোট ইলিশ ধরা পড়েনি। তবে ইদানিং আবার ইঞ্জেকশান এর সিরিঞ্জ দিয়ে চিংড়ির দেহে জল ভরে বাড়তি ওজন করে বিক্রি করার অপরাধে ক্যানিং মৎস্য আড়তের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, মৎস্য দফতরের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৯০ সেন্টিমিটার ঘনত্বের জাল দিয়ে ইলিশ ধরা যাবে এবং ২৩ সেন্টিমিটারের ছোট ইলিশ ধরা কিংবা বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে জেল ও জরিমানা দুটোই হবে বলে জানা গেছে প্রশাসনিক সুত্রে। ছোট ছোট ইলিশ মাছ ধরা কিংবা বাজারে বিক্রি করা বন্ধ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য মৎস্য দফতর।

# ডান্ডা হাতে হাফ প্যান্ট পরে ধর্ম হয় না : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন সাতগাছিয়া বিধান সভার অন্তর্গত আর্য পাড়া হাই স্কুলের মাঠে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করলেন। বৃষ্টি বিঘ্নিত দিনেও মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, দুর্গা পূজা সম্প্রীতির উৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। তিনি বিজেপি বা আরএসএসের নাম না নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, ডাণ্ডা হাতে হাফ প্যান্ট পরে রাস্তায় নামলেই ধর্ম হয় না। তিনি আরও বলেন, ভোটের নিরিখে সাতগাছিয়া কেন্দ্র আমাকে কম মার্জিনে জিতিয়েছে, কিন্তু, এখান থেকেই বস্ত্র বিতরণ শুরু করলাম। পরের দিন তিনি ফলতায় বস্ত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সোনালী গুহ, বুচান ব্যানার্জী, নবকুমার বেতাল, জাহাঙ্গীর খান প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি তথা বিধায়ক সওকাত মোল্লা।

# জেলার বৃহত্তম দুর্গাপুজোর সূচনা করলেন অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মঙ্গলবার দুপুরে সুচনা পর্ব অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদ সভাধিপতি শামিমা সেখ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুবতৃণমূল সভাপতি তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা,বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন ক্যানিং মিঠাখালি গ্রামবাসীবৃন্দরে ৩০ তম বর্ষের পুজোর সূচনা অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা দলগত ভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো ঠিকই কিন্তু উৎসব মুখর দিনগুলিতে কে তৃণমূল আর কে বিজেপি,সিপিএম সেসব না দেখে উৎসব মুখর দিনগুলিতে আনন্দে মেতে উঠবো। কোনও অশুভ শক্তিকে প্রশয় দেবো না। পাশাপাশি অনুষ্ঠান মঞ্চে ক্ষো প্রকাশ করে বলেন এতো হোর্ডিং,ব্যানার করার কোন প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে সেই সব খরচ বাঁচিয়ে দরিদ্র দুঃস্থ অসহায় যাঁরা উৎসব মুখর

দিনগুলিতে অসহায় ভাবে রুক্ষ মলিন পোশাকে ঘুরে বেড়ায় তাদের কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহযোগিতা করুন। কারণ পুজো সকলের তাই আনন্দ যাতে সকলেই উপভোগ করতে পারে সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। মিঠাখালী গ্রামবাসী পূজোকমিটির উদ্যোগে এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচজন ক্যানসার আক্রান্ত দুঃস্থ অসহায় মানুষের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন।

# বিশ্ব বাংলা সম্মান

**বরুণ মণ্ডল:** গত ৪ অক্টোবর আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ড. পি উল্লানাথন ঘোষণা করেন সেরা পুজোর তালিকা। উপস্থিত ছিলেন জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সেরা পুজো বিভাগে পুরস্কৃত হল বারুইপুর ভাইভাই সংঘ, ডায়মন্ডহারবারের সায়ক গোষ্ঠী দুর্গাপুজো কমিটি, বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটি ও জয়চন্ডীপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। সেরা প্রতিমার পুরস্কার পেয়েছেন বিষ্ণুপুর মিলনী সংঘ, ক্যানিংয়ের হাসপাতাল পাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, গড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও বারুইপুরে গ্রিনপার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব। সেরা মন্ডপে পুরস্কৃত হল বিবির হাট মোড় যুব সমাজ ক্লাব, বারুইপুরের পদ্মপুকুর ইউথ ক্লাব, কাকদ্বীপের অমৃতায়ন সংঘ ও গৌরাঙ্গতলা অগ্রণী সংঘ ও লাইব্রেরি। সেরা পুজো কমিটি পাবে ৫০ হাজার টাকা করে, সেরা প্রতিমা পাবে ৩০ হাজার টাকা করে এবং সেরা প্যান্ডেল পাবে ২০ হাজার টাকা করে। আগামী ২৫ অক্টোবরের মধ্যে অর্থমূল্য তুলে দেওয়া হবে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। জেলার ৫০০র অধিক পুজোকমিটির মধ্যে এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোট ৯৭টি পুজো কমিটি।

# উত্তরের আঙিনায়

## ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** মেডিক্যালের ঘটনার পর বৈঠক ডাকল মেডিক্যাল কলেজ বোর্ড রোগী কল্যাণ সমিতির গত বৈঠকে জানানো হয়েছিল, যত দ্রুত সম্ভব শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে তৈরি করা হবে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম। কিন্তু সেই ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের কাজ শুরু হলেও এখনো পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে আজকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দুর্গাপূজার মধ্যেই সম্পূর্ণ করা হবে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম। এ বিষয়ে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডক্টর রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য জানান,হাসপাতালে রোগীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দ্রুত শেষ করা হবে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের কাজ।মডিউলার কিচেনের কাজও প্রায় শেষের পথে। দুর্গা পুজোর পরেই সম্পূর্ণরূপে চালু হয়ে যাবে মডিউলার কিচেন।মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে এই মডিউলার কিচেনের শুভ উদ্বোধন করার আর্জি জানানো হবে।

## হাসপাতাল পরিষেবায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** শিলিগুড়ি হাসপাতালের সিক নিউ বর্ন কেয়ার ইউনিট এর দুরাবস্থা নিয়ে দিদিকে বলো তে অভিযোগ পৌঁছাল গতকাল শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে অনিতা মন্ডল সূত্রধর নামে এক মহিলা অপরিণত নবজাতক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। অনিতা মন্ডল সূত্রধরের স্বামী বিক্রম সূত্রধর হংকং মার্কেটের একটি দোকানে কাজ করেন।আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ায় নবজাতককে নিয়ে আসা হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। কিন্তু দেখা যায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের নবজাতক পরিষেবা কেন্দ্রে ভেন্টিলেশন এর কোনও ব্যবস্থা নেই। বিষয়টি রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য জানানো হলে তিনি সেই কন্যাসন্তানকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দেন। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে বিক্রম সূত্রধরের আত্মীয় সোমনাথ চ্যাটার্জী দিদিকে বলো'তে অভিযোগ জানান।

## প্রতিবন্ধী দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব শ্রবণ প্রতিবন্ধী দিবস ছিল। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এদিন শহর শিলিগুড়িতে কোনরকম সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। সেই কারণে ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার সেই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করলো নর্থ বেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড হেবিলিটেশন সোসাইটি।

এদিন বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

## শহরজুড়ে লাগাতার বৃষ্টি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** শহরজুড়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে লাগাতার বৃষ্টি। পুজোর আগেই এই বৃষ্টির জেরে সমস্যার মুখে পড়ছেন ব্যাবসায়ীরা। বিশেষত যারা ফুটপাত জুড়ে বসে রয়েছে। ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের মাথার ওপরে নেই ছাদ ফলে বৃষ্টিতে ভিজে দোকান করতে হচ্ছে তাদের।কখনও আবার তুলে নিতে হচ্ছে দোকান। কিন্তু লাগাতার এই বৃষ্টির জেরে মার্কেটে খদ্দেরও রয়েছে কম। ব্যবসায়ী ছোটন মন্ডল জানান, বৃষ্টির ফলে তাদের দোকান দিনের বেশিরভাগ সময় ঢেকে রাখতেই হচ্ছে। অশোক ভগত নামে আরও এক ব্যবসায়ী জানান, ব্যাবসা মন্দা ফলে পুজোর আগে বাড়ির লোকেদের জামা–কাপড় কিনে দিতে অসুবিধা হচ্ছে।আজকাল মানুষ শপিং মলে গিয়ে কেনাকাটা করছেন, ফলে লোকসান হচ্ছে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের। পাশাপাশি তাদের ব্যবসা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিচ্ছে এই বৃষ্টি।

## সাফারিতে রিকা ও কিকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** বেঙগল সাফারিতে এবার ছাড়া হল রিকা এবং কিকাকে। বেঙ্গল সাফারিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিলা তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিল।যদিও তাদের মধ্যে একটি বাঘের মৃত্যু হয়।বর্তমানে রিকা এবং কিকা রয়েছে। তাদেরকে মঙ্গলবার থেকে সাফারির জন্য ছাড়া হল। এদিন বনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব সহ ফরেস্টের আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

এখন থেকে শিলা এবং ভিভানের পাশাপাশি রিকা এবং কিকাকেও দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ। পুজোর সময়ও তাদের দেখা যাবে এবং নতুন বাঘদুটিকে ছাড়ার পরই দেখা যায় দুজনই খেলছে।এদিন সাধারণ পর্যটকেরাও তাদের দেখতে পান।

## আগুনে ভষ্মীভূত দোকান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** সম্প্রতি বিধান মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়ে যায় ২০টি দোকান।এরপর এসজেডিএ'র তরফে পুনরায় তৈরি করা হয় দোকানগুলি| সেইসময় পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব জানিয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দোকানগুলি পুনরায় তৈরি করা হবে এবং দুর্গা পুজোর আগে দোকানগুলি তুলে দেওয়া হবে ব্যবসায়ীদের হাতে। সেইমতো পঞ্চমীতে উদ্বোধন হতে চলেছে দোকানগুলি।তবে এখন ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী ইলেকট্রিক লাইনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই বৈদ্যুতিক লাইন গ্রহণের জন্য এনওসি দিয়ে দেওয়া হবে

# ময়না গাছের ডাল কেটে এনে পুজো হয় দেবী দুর্গার

**কিংশুক দত্ত, কোচবিহার:** শরতের আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনা, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। সব মিলিয়ে ঘোষণা করছে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা। উৎসব মানেই আনন্দ, আর আনন্দ মানেই জীবনের কলরব। গোটা বাংলায় শারদ উৎসবের এই কলরবের শুরুটা হয় মহালয়ার পুণ্যপ্রভাতে, পিতৃতর্পণের মধ্য দিয়েই।

কিন্তু রাজ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ কোচবিহারের শারদ উৎসবের দামামা বেজে ওঠে অনেক আগে থেকেই। শ্রাবন মাসের শুক্লাঅষ্টমী তিথিতে ময়না গাছের ডাল কেটে এনে যুপছেদ পুজো হয় দেবী দুর্গার। আবহমানকাল থেকেই এই ঐতিহ্য আর শ্রদ্ধার মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে কোচবিহার জেলার শারদ উৎসব। কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহ শৈশবকালে তাঁর তিন ভাই শিষ্যসিংহ, কুমার চন্দন ও কুমার মদন এবং শৈশবের খেলার সাথীদের নিয়ে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে অসমের চিকনা নামক গভীর বনে ময়না কাঠের ডালকে দেবী দূর্গা কল্পনা করে বনফুল, ফল দিয়ে পুজো করেছিলেন এবং খেলার এক সাথীকে রাজকুমার শিষ্য সিংহ পাঠার মতো আটকে রাখেন এবং মহারাজা বিশ্বসিংহ কুশ দিয়ে আঘাত করা মাত্রই দেবীর অলৌকিক ক্ষমতায় সেই বন্ধুর মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং মহারাজা বিশ্বসিংহ সেই বন্ধুর ধরহীন মাথা দেবীর নামে নিবেদন করেন। কথিত আছে যে, সেই সময় দেবী দুর্গার আশীর্বাদেই নাকি মহারাজা বিশ্বসিংহ চিকনার অধিপতি তুরকা কোতোয়ালকে পরাজিত ও নিহত করে কোচবিহারের সিংহাসনে আসীন হন এবং দেবী দুর্গা সেই সময় নিজের হাতের কঙ্কন ও তীক্ষ্ণ খড়্গ উপহার দেন।

এখানে ময়না গাছের ডালকে দেবী দূর্গা কল্পনা করে পুজো হয়েছিল বলে আজও ময়না গাছের ডাল রাধা অষ্টমীর পুন্যতিথিতে পুজো

করে দেবীপ্রতিমার শক্তিগোজ করা হয়।

মহারাজা বিশ্বসিংহের পুত্র কোচবিহারের দ্বিতীয় মহারাজা নর নারায়ণ স্বপ্নাদেশে স্ববংশে দশভুজা দূর্গা মূর্তির পূজার প্রচলন করেন। কোচবিহার ইতিহাস মতে , মহারাজা নর নারায়ণের ভাই সেনাপতি চিলা রায় নিজের বীরত্বে গর্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মনে কোচবিহারের সিংহাসনে বসবার লোভ হয়েছিলেন। একদিন তিনি দাদা নর নারায়ণকে হত্যা করবার জন্য রাজসভায় গিয়েছিলেন; কিন্তু, সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে তিনি দেখতে পান, স্বয়ং ভগবতী দূর্গা দশ হাত দিয়ে ঘিরে রাজা নর নারায়ণকে রক্ষা করছেন। চিলা রায় এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লজ্জায় দাদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু, এই ঘটনায় রাজার নিজেকে ভাগ্যহীন মনে করেন এবং চিলা রায়কে ভাগ্যবান মনে করলেন। নিজের ভাগ্যে দেবী দর্শন না ঘটায় মনের দুঃখে অন্ন জল ত্যাগ করে নির্জনবাস করতে আরম্ভ করেন তিনি। ৩দিন পর গভীর রাতে দেবী দূর্গা তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন – বস ওঠ, জগ সংসারে আমার যে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজা করে তা প্রতক্ষ্য কর। শরকালে তুমি এই মূর্তি নির্মাণ করে যথাবিধি পূজা করবে। মহারাজা নর নারায়ণ চোখ খুলে ভগবতীকে দর্শন করে প্রনাম ও স্তুতি করে করে বললেন মা , মহিষাসুরের ডান হাত সিংহ দন্তাঘাত করে আছে , কিন্তু তাঁর বাম হাত শূন্য রয়েছে। দেবী দূর্গা তখন বললেন – ঐ স্থানে একটি বাঘ দিও । রাজা নরনারায়ণ দেবীর অতসী কুসুমাকার বর্ন দেখে মনে করলেন ভগবতী দেবী দুর্গার লাল রং হলে ভালো হয়। মহারাজা নরনারায়ণ সেই স্বপ্নে দেখা মূর্তি শারদীয়া দূর্গাপুজোর প্রচলন করলেন।

কোচবিহার রাজবাড়ীর বড়দেবী দুর্গার চেহারা বেশ ভীতি উদ্রেককারী। তাঁর গায়ের রঙ লাল, তাঁর দ্বারা দলিত অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। দেবীর বাহন সিংহ অসুরের পায়ে কামড়ে ধরে রয়েছে আর অসুরের হাতে কামড় বসিয়েছে একটি বাঘ। আর দেবীর দু'পাশে অবস্থান করছেন, দেবীর দুই সখি– জয়া–বিজয়া। বলাই বাহুল্য এই মূর্তি মহারাজা নর নারায়ণের স্বপ্নে দেখা রক্তবর্ণ দেবী দুর্গার রূপের প্রকাশ।

কাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেদিনের রাজতন্ত্র থেকে কোচবিহার রাজপরিবার সরে এসেছে বহু দূরে। কিন্তু বন্ধ হয়নি বড়দেবী দূর্গা পুজো। আজও কোচবিহার শহরের প্রাচীন গুঞ্জবাড়ির ডাঙারাই মন্দিরে শ্রাবন মাসের শুক্লাঅষ্টমী তিথিতে ময়না গাছের ডাল কেটে এনে যুপছেদ পুজো হয় দেবী দুর্গার এবং দেবীপক্ষে দুর্গোসবের সময়েই উদ্যাপিত হয় দেবীর পূজা। এই পুজো আজও কোচবিহারে রাজবংশের নিজস্ব পুজো। এখন দেবোত্তর ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানেই এই পুজো হয়। মহালয়ার পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় বড়দেবী দূর্গা পুজো। মহাষষ্ঠীর দিন থেকে পুজো পুরোমাত্রায়। কথিত রয়েছে, একদা এই মন্দিরে নিয়মিত নরবলি হত। মহারাজা নরনারায়ণের আমলে নরবলি চালু হয়। পরবর্তীকালে নর বলির বীভসতা দেখে কোচবিহারের ১৯ তম কোচ মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর দ্বার পন্ডিতদের সাথে আলোচনা করেই নরবলি বন্ধ করে দেন। কিন্তু একটি কিংবদন্তি থেকেই যায় যে, কোচবিহার রাজবংশের বড়দেবী দূর্গা নররক্ত না পেলে কুপিত হন। তাই প্রতি বছর মহাঅষ্টমীর রাতে এখানে এক বিশেষ ধরনের বলির ব্যবস্থা করা হয়।

মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিলগ্নে বড়দেবীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় গুপ্তপূজা'। বাইরের লোকের প্রবেশ তখন নিষিদ্ধ। পুরোহিত এবং রাজবংশের প্রতিনিধিরাই মূলত থাকেন এই উপাচারের সময়ে। এখানে কামসানাইট উপাধিধারী প্রতিনিধি তাঁর আঙুল কেটে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেন দেবীর পদতলে। বলি দেওয়া হয় চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী মানুষরুপীএকটি পুতুলকে। এই সময় প্রবল ছন্দে বাজতে শুরু করে ঢাক। বর্তমানের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ঐতিহ্যের অতীত। যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে কোচবিহার।

কার্শিয়াঙের শতাব্দী প্রাচীন মন্দির শ্রী শ্রী সতকন্যা দেবী মন্দির। উক্ত মন্দির কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করলেন পর্যটনমমন্ত্রী গৌতম দেব

শিলিগুড়ির মণীষা নন্দী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ক্যান্সার সচেতনতা শিবির। প্রধান অতিথি ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, তাকে সংবর্ধনা দেন মণীষা নন্দী ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ৫ অক্টোবর – ১১ অক্টোবর, ২০১৯

# বিসর্জনের জন্য তৈরি হোক 'কৈলাশ ধাম'

পুজো শুরুর আগে বিসর্জন প্রসঙ্গ মন খারাপের ব্যাপার। তবু আগমনীর ঢাকের শব্দেই বোধনের পাশাপাশি সময়ের নিয়মেই বেজে ওঠে বিসর্জনের বাজনা। দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে শুরু হয়েছে ভাসান কার্নিভাল। পাশ্চাত্যের গন্ধ মাখা এই উৎসবে একটা সর্বভারতীয় ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়। তবু মাতৃ প্রতিমার বিসর্জন ঘিরে একটা বেদনা এই বঙ্গভূমির বহু মানুষের হৃদয়কে আঘাত দিয়ে যায়। পরিবেশ রক্ষার নামে পরিবেশ বান্ধব দুর্গা পুজোয় আইনি আঘাত দেবী প্রতিমাকে গঙ্গা জলে বেশিক্ষণ নিমজ্জিত রাখা যায় না। নব পত্রিকার মতো সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব উপকরণের গঙ্গা স্পর্শ সম্ভব হয় না শুধুমাত্র জল দূষণের অনুশাসনে। প্রশাসন পরিবেশ প্রেমীরা সারা বছর পতিত উদ্ধারিণী মা গঙ্গার প্রতি উদাসীন থাকলেও ঠাকুর ভাসানের সময় অতি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সেপাই বরকন্দাজ নিয়ে, ভিডিও ক্যামেরা হাতে রীতিমতো যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি তৈরি করা হয় প্রতিমা কাঠামোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। জল দূষণের মাত্রা পরিমাপের জন্য এবং জনসমক্ষে মা দুর্গাকে 'জল দূষণের নোংরা আবর্জনা' হিসাবে তুলে ধরতে কিছু বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও সংবাদ পত্রের জুরি মেলা ভার। নব পত্রিকা সহ ফুল মালা ইত্যাদি যেগুলি জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে উপকারী সেগুলিকে পুরসভার গাড়ি করে সোজা নিয়ে চলে যাওয়া হয় ধাপার মাঠে। সনাতন ভারতের অন্যতম ঐতিহ্য দেবদেবীর পুজো অর্চনা। বিস্ময়কর ব্যাপার এতো ধর্মীয়, এত জাতীয়তাবাদী, এত হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন থাকা সত্ত্বেও দেবী প্রতিমার প্রতি এই নির্লিপ্ত উদাসীনতা। দর্পণে পুরোহিতরা দেবী প্রতিমার বিসর্জন দিয়ে থাকেন। শাস্ত্রমতে সেটাই নিয়ম। অথচ হাজার হাজার দেবী প্রতিমা অত্যন্ত অযত্নে বিসর্জিত হয়। যে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে অজস্র মানুষ ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করেন, পুষ্পাঞ্জলি দেন সেগুলির পরিণতি অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিশেষ করে বাড়ির দুর্গা পুজোর পাশাপাশি বহু বাড়িতেই লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীর পুজো হয়। শহর কলকাতায় একটু চোখ মেললেই দেখা যায় জলাশয়ের ধারে কিংবা গাছের তলায় অথবা ফুটপাথে দেবদেবীগুলি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা অতিক্রম করে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। এমন দৃশ্য দূষণ দেখেও দেখিনা। কিংবা ব্যস্ত নাগরিক জীবনে ভাবার অবকাশ থাকে না। পুকুর গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কিংবা নদীকে দূষণ মুক্ত রাখা অবশ্যই জাতীয় কর্তব্য। প্রশাসন সেদিকে নজর দিক। কিন্তু বহু দিন থেকে চলে আসা প্রতিমা নিরঞ্জন এক লহমায় আইনি ফরমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে। গৃহস্থ বাড়িতে দৈনিক পুজোর ফুল শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরসভার ভ্যাটে তারা নিক্ষেপ করতে বাধ্য হন। বহু নাগরিকের এই হৃদয়ের ব্যথা প্রশাসনের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

বিকল্প পথ ছিল এবং আছেও । সরকারের তরফ থেকে নির্দিষ্ট জলাশয় বিসর্জনের জন্য খুব সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। গঙ্গা নদীর পাশেই নির্মাণ করা সম্ভব বিসর্জনের জন্য 'কৈলাশ ধাম'। যেখানে ধর্মপ্রাণ পর্যটকরা অতি সহজেই প্রণাম নিবেদন করতে পারবেন। যা সরকারের পক্ষে সব দিক দিয়েই হবে মঙ্গলজনক।

# শুধু মুকুল কেন অনেক মন্ত্রীদের থেকে প্রাইমারি শিক্ষকরা যোগ্য

**নির্মল গোস্বামী**

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থবাবু কয়েক দিন পূর্বে মুকুল রায় সম্পর্কে বলেছেন যে মুকুল রায়ের প্রাইমারি শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নেই। মমতা ব্যানার্জীর হাত মাথায় ছিল বলে রেলমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন।

এই সত্যি কথাটা বলার জন্য পার্থবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়েও মনের মধ্যে দু–একটা কু যুক্তি উঁকি মারছে। মন্ত্রী হতে গেলে যে কোনও যোগ্যতা লাগে না সে সম্পর্কে বাজারে একটা গল্প চালু আছে সেটাই আগে বলি।

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় বিধান চন্দ্র রায়ের একজন চাপরাশি তার অবসরের সপ্তাখানেক আগে একান্তে বিধান রায়কে বলেন 'স্যার আমার অবসর হচ্ছে। এবার সংসার চলবে কী করে। তাই স্যার যদি দয়া করে আমার ছেলেকে যাই হোক একটা চাকরি করে দেন তাহলে সংসারটা বাঁচবে।' বিধান রায় প্রশ্ন করেন , তোমার ছেলে কতদূর লেখা পড়া শিখেছে? চাপরাশি বলে না স্যার লেখাপড়া কিছুই জানে না । তাই শুনে ডাক্তার রায় বলেন তাহলে কী চাকরি দেবো বলতো? সরকারি চাকরি করতে গেলে কিছু লেখাপড়া জানতেই হবে । তোমার ছেলে তো কিছুই জানে না তাই ভাবছি কি চাকরি দেওয়া যায়। একটু ভেবে নিয়ে রসিকতা করে বলেন তবে একটা চাকরি দেওয়া যায়। চাপরাশি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করে কি চাকরি স্যার? ডাক্তার রায় বলেন যে আমি অবসর নিলে আমার চাকরিটা তোমার ছেলে পেতে পারে। কারণ কোনও যোগ্যতা না থাকলেও মন্ত্রীর চাকরি করা যায়।

ফলে মুকুলবাবুর কোনও যোগ্যতা যে নেই পার্থবাবুর এই কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনও কারণই নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রাইমারি শিক্ষকের উপমা এলো কেন? বলতে তো পারতেন যে ফোর্থ ক্লাস সরকারি চাকরি পাবার যোগ্যতা নেই অথবা বড় বাজারের গতিতে খাতা লেখার চাকরি পাবার যোগ্য নেই। এই প্রাইমারি শিক্ষকের উপমা দেওয়া মানে সরকারের ডিপার্টমেন্টে যত মানুষ চাকরি করেন তাদের মধ্যে সব থেকে লো ক্যাটাগরির অথবা নিম্ন মেধা সম্পন্ন মানুষেরা প্রাইমারি শিক্ষক হয়।

পার্থবাবু নিজে শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর আমলেই কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। প্রশ্ন হল তাহলে আপনার সরকার কেন নিম্ন মেধাদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করল? তবে কি জেনে বুঝে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে রসাতলে পাঠাবার সুবন্দোবস্ত করেছেন? যাতে করে ধীরে ধীরে সবটাই বে সরকারি হয়ে যায়? পার্থবাবুর কথায় জানা গেল কেন এই রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হাল খারাপ। নিম্ন মেধা ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষার হাল যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে।

পার্থবাবু এমন একজন মন্ত্রী যিনি নিজের দফতর সম্পর্কে ঠিকঠিক অবগত নন। যদি তা হতেন তাহলে মুকুলের যোগ্যতার তুলনা প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে করতেন না। তিনি কী ভুলে গেলেন যে এই সরকারের আমলেই তিন হাজার পদের জন্য ৪০ লক্ষ দরখাস্ত জমা পড়েছিল। তাদের মধ্যে সকলেই কি নিম্ন মেধার? তাদের মধ্যে বাছ বিচার করেই নিয়োগ হয়েছে। উচ্চমেধা বা মধ্য মেধার কাউকে কি পাওয়া যায় নি?

অথচ আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। আমাদের এই রাজ্যে মালদহে হসপিটালে ডোমের চাকরির জন্য এমএ, এমএস সি এমনকি পিএইচডি করা ছাত্ররা দরখাস্ত করেছিল। এই যখন রাজ্যের চিত্র তখন প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য উচ্চ ডিগ্রিধারীরা আবেদন করেনি একথা কি বিশ্বাস যোগ্য? হয় আপনারা বাছতে ভুল করেছেন, না হয় বাস্তবে যোগ্য শিক্ষকই আছে, আপনার মনেই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। বাস্তবটা জেনেই অবচেতন মনের ধারণাটাই বাইরে বের হয়ে এসেছে।

শুধু মুকুল কেন? কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে এমন অনেক মন্ত্রী আছে যাদের প্রাথমিকে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা নেই। পার্থবাবু নিজেই বলেছেন যে মমতা ব্যানার্জীর হাত মাথা থেকে সরে গেলেই সব জিরো হয়ে যাবে। পার্থবাবুকে জিজ্ঞাসা মমতার মমতাময়ী হাত তো আপনার মাথার উপরেও আছে। যদি সরে যায় তবে আপনার মূল্য কি হবে ভেবে দেখেছেন কী? আপনার কথায় প্রমাণিত যে এক দল অযোগ্য লোক রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে বসে আছে শুধুমাত্র নেত্রীর করুণায়। নাকি ব্যাপারটা এই রকম যে তৃণমূলের মুকুলের যোগ্যতা ছিল তাই সে ছিল দলের দুনম্বরে। এমন কি পার্থবাবুর ওপরে। আর বিজেপির মুকুলের যোগ্যতা জিরো? অবশ্য এই তত্ত্ব তৃণমূলীরা গলাধকরণ করলেও আম জনতাকে গেলানো যাবে না।

অযোগ্য মন্ত্রিসভা বলেই কি রাজ্যের এই হাল। এক এস পি জেলে আর রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধান ফেরার। বাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের কী হাল। রাজীব কুমারের মাথা থেকে নেত্রীর হাত কিন্তু সরে যায় নি তবুও রাজীব কুমারকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এতে প্রমাণ হল মমতার হাত মাথায় থাকলেও কেউ কেউ জিরো হয়ে যায়।

পার্থবাবু বলেছেন নারদ মামলা কত তদন্ত হয় আর কতটা ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট হয় সেটা দেখার। পার্থবাবুরা কি নারদ মামলার তদন্ত কোনও দিন চেয়েছেন। তাহলে ফুটেজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনারা তদন্ত করতে পারতেন। উল্টে আপনার নেত্রী বলেছিলেন যে কয়েক লাখ টাকা নেওয়া অন্যায় নয়। তাই আপনারা তদন্তই করান নি। উল্টে রাজ্য পুলিশ ম্যাথুকে ধরে টানাটানি করে ছিলো। তাহলে পার্থবাবুর গলায় হতাশার সুর কেন? আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি যে তদন্ত হচ্ছে তৃণমূলের মুকুলের বিরুদ্ধে। সঠিক তদন্ত হলে তৃণমূলের এম পি মন্ত্রীরা জেলে যাবে। আপনার মন্ত্রিসভার অনেকেই। তাই যদি সত্যিই ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট হয় তবে সি বি আইকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নয় কি? কারণ শাস্তি হলে মুকুলের একার হবে না।

পরিশেষে বলি যে মন্ত্রী হতে গেলেও গুন থাকা প্রয়োজন সেটা হল নির্ভেজাল আনুগত্য। যা যুক্তিতর্ক সম্পন্ন মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই রাজনীতিকরা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। তাই একজন এম পি দশ খানা গাড়ির কনভয় নিয়ে চলাচল করে। আবার সাধারণ মানুষ যাতে দেখতে না পায় সেই জন্য কালো কাঁচে গাড়ি ঢাকা। সাধারণ একজন প্রাইমারি শিক্ষক ১০ লাখ ছেলের সঙ্গে কম্পিটিশন করে চাকরি পায়। তার পদকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। কোনও মন্ত্রীকেই এইরকম কম্পিটিশন করে পদ পেতে হয়নি। ন্যায় অন্যায় বোধ, বিবেক সব কিছু দলের কাছে জমা রেখে মন্ত্রী হতে হয়। প্রাইমারি শিক্ষকরা কিন্তু মন্ত্রীদের থেকে অনেক বেশি স্বাধীন। হয় তো চাকরির ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে পরাধীন। কিন্তু বিবেকের কাছে স্বাধীন সত্তা। সমাজের পক্ষে একজন মন্ত্রীর থেকে একজন প্রাইমারি শিক্ষকের অনেক বেশি গুরুত্ব। তাই মন্ত্রীর যোগ্যতা মাপার মাপকাঠি প্রাথমিক শিক্ষক নয়।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ
**কর্ম ও তাহার রহস্য**

কয়েকটা ডলারের প্রত্যাশায় মানুষ ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে তাহার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে যে, তখন তাহারা ইচ্ছা করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করিতে পারিবে। তখন তাহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। কিন্তু আমরা সব বড়ই নির্বোধ।

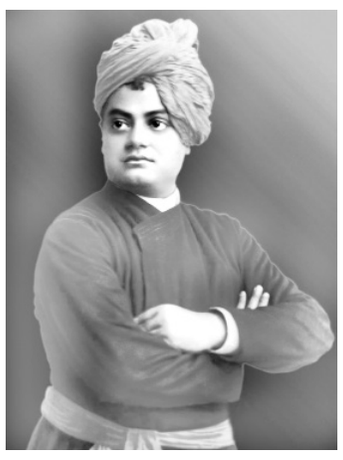

একজনের ভুলত্রুটির কথা সর্বসমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবেত্রুটি সংশোধিত হয় না। কারণ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেই। অবশ্যই চেষ্টা করিয়া উন্নতিলাভ করিতে হইবে।যাহারা দৃঢ় এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাদেরই প্রতি সহানুভূতিশীল। যে কাজ মানবজাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে করিয়া দেওয়া হয়, তাহাই আসক্তি বা বন্ধনের কারণ হয় না।

কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিম্নতর র্কা করে বলিয়াই একজন ে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিম্নস্তরের হয় না। কে কিরূপ কর্তব্য করিতেছে দেখিয়া মানুষকে বিচার করা উচিত নয়, সেই কর্তব্য সে কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বিচার করা উচিত। ঐ কার্য করিবার ধরন এবং শক্তিই মানুষের যথার্থ পরীক্ষা। প্রত্যহ আবোল তাবোল বকিয়া থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ ব্যবসায় ও কর্ম অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে একজোড়া সুন্দর মজবুত জুতা প্রস্তুত করিতে পারে, সে বড়।

প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। বদ্ধ ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানলোক দিতে কর্তব্য প্রভৃত সহায়তা করে,সন্দেহ নাই।

## ফেসবুক বার্তা

অন্যরূপে মা দুর্গা

# অভিসারে শারদীয় শিল্প প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডস্থিত 'অভিসার আর্ট গ্যালারি' পরিচালিত 'শারদীয় শিল্প প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হল ৬–১২ সেপ্টেম্বর সাতদিন ব্যাপী সংস্থার নিজস্ব গ্যালারিতে। প্রথমদিন ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই শিল্প প্রদর্শনীর সূচনা করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চক্রবর্তী। উদ্বোধন কালে অতিথিগণ বর্তমান সমাজ ও শিল্পের প্রবহমান ধারা প্রসঙ্গে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

এই প্রদর্শনীতে তামাম বেহালার মোট ২৯ জন চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের মোট ৩৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে জল রঙ, অ্যাক্রেলিক, মিশ্র মাধ্যম, টেরাকোটা, ব্রোঞ্জ ও বিভিন্ন ধাতুর প্রাগ লক্ষণীয় এবং দর্শকবৃন্দের আকর্ষণকারী।

সামগ্রিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন, তন্ময় হাজরা, বিশ্বজিৎ পাল, অরূপ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ পাল, নিখিল বিশ্বাস, নীলোৎপল বিশ্বাস, পার্থ চক্রবর্তী, অশোক রায়, সঞ্জু মান্না, ওই গ্যালারির তত্ত্বাবধায়ক সৃষ্টা গঙ্গোপাধ্যায় হাজরা প্রমুখ। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্পী প্রদর্শনী উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

# পুজোর টানেই সেতুবন্ধন, ঘরোয়া পরিবেশেই মুখার্জী বাড়ির দুর্গোৎসব

**মলয় সুর, চন্দননগর :** জেলার বনেদি বাড়ির পুজোগুলিকে ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস। তাই বরোয়ারি পুজোর মতো এইসব বাড়ির পুজোকে ঘিরেও উৎসাহ–উদ্দীপনা কোনও অংশে কম নয়। তবে আচার, নিয়মকানুন, বৈচিত্র্য একেকটি বাড়ির একেক রকম। এইসব বাড়ির হরেক কথা অনেক না জানা কথাও কাহিনীর ইতিহাস দুর্গোপুজোর ঐতিহ্যের রকমফের হয়নি এতটুকু। আগে চুঁচুড়ার ধরমপুরের বাড়িতে স্বর্গীয় মন্মথ মুখার্জী দুর্গোপুজো শুরু করেন। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই পুজো।

সাবেকি এই পুজোয় এখনও ঐতিহ্যেরই ছোঁয়া। ডাকের সাজসজ্জা একচালা মূর্তি। বর্তমানে ২০০৮ সাল থেকে তাদেরই বংশধররা ১৬ বছর ধরে মানকুণ্ডু ব্রাহ্মণ পাড়ায় বেশ ঘটা করেই পুজো করছেন। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে পরিবারের মহিলামহলের বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে ঝলমলে ডাকের সাজে একচালা প্রতিমা আসে। শাস্ত্রমতে বিধিমেনে পুজো। সপ্তমীতে পাশ্ববর্তী শানপুকুর থেকে কলা বৌ স্নান করানো হয়। প্রতিদিন নৈবেদ্যতে একশো গ্রাম ওজনের নাড়ু মা দুর্গাকে উৎসর্গ করা হয়। অষ্টমীর সন্ধিপুজোর সময় দেবী চামুণ্ডার মূর্তি রেখে পুজো হয়ে থাকে।

চন্দননগর বুড়ো শিবতলায় মুখার্জী পরিবাররা ছিলেন। প্রয়াত ঠাকুরদা তারাশংকর মুখোপাধ্যায়ের বংশধর। পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি তথা পুজোর অন্যতম আয়োজক দেবদাস মুখার্জী জানালেন, পুজোর দিন গুলোতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পরিবারের সদস্যরা হাজির হন। সকলেই মেতে ওঠেন শৈলতারা আনন্দ মুখার্জী বাড়িতে আনন্দময়ীর উৎসবে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায়। আজও পুজোর আয়োজনে অর্থের অভাব ঘটেনি কখনও। পুজোর প্রতিদিন দুপুরে ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশিদের খাবারের বন্দোবস্ত থাকে। কেবল অষ্টমীতে নিরামিশ। পুজোর সময় বসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। তাঁর দায়িত্বে থাকেন নৃত্যশিল্পী মধুরিমা চক্রবর্তী মুখার্জী। বিশেষ করে দশমী পুজোর সময় সকালে বৈশিষ্ট্য রয়েছে মুখার্জী পরিবারের মহিলারা নীল শাড়ি পরে অপরাজিতা পুজো করেন। হাতে অপরাজিতা ডাল জড়িয়ে, ফুল দিয়ে পুজো হয়। প্রতিমা নিরঞ্জন হয় সন্ধ্যায় কাদায়িঘাটে।

# নতুন জামাকাপড় তুলে দিল কিশলয়

**সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ** রবিবার রাত তখন প্রায় নটা।ক্যানিং ষ্টেশন প্রায় শুনসান। কয়েকজন ভিখারী আর ভবঘুরে মলিন জরাজীর্ণ অবস্থায় ছেঁড়া জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় একটু আশ্রয় নিয়ে রাত কাটানো যায়। একটু আগেই রেল পুলিশ ষ্টেশন চত্বর ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল ওদের কে। কিন্তু এই বৃষ্টি ভেজা রাতে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। তাই অগত্যা ষ্টেশন চত্বরে ছে।া কাপ। পেতেই বিছানা তৈরী কাজ চলছে। এমনই সময়ে হাজীর কিশলয় নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জনা ছয় সাত যুবক যুবতী।

পুজো সকলের তাই আনন্দ ও সকলের। যখন আসে পাশে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যখন একের পর এক মণ্ডপ সজ্জা চলছে শহর থেকে শহরতলিতে ঠিক তেমন ভাবেই প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মত বহু দুঃস্থ মানুষ রয়েছেন,যাদের কাছে পুজোর আনন্দ বলে আলাদা করে কিছুই নেই। এমনকি পুজোতে নতুন জামাকাপ। ও জোটেনা তাদের।আর সেই কারণে কয়েকজন সদ্য কলেজ পাশ করা যুবক, যুবতী ঠিক করেন এই সব মানুষদের জন্য কিছু করতে হবে। তাই নিজেরাই নিজেদের পুজোর খরচের কিছু বেশকিছু টাকাপয়সা কাটছাঁট করে নতুন জামাকাপ। কিনে বরিবার সকালে ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি আদিবাসী গ্রামে গিয়ে প্রায় ১৯০ জন

এবং ছোট দুমকীগ্রামে ৮০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলেদন।এরপরই প্রকৃত অসহায় দুঃস্থদের খুঁজতে ক্যানিং ষ্টেশন চত্বরে রাতেই হাজীর হন কিশলয়ের সদস্যরা।ষ্টেশন চত্বরে থাকা দুঃস্থ মানুষ,পথ শিশুদের হাতে তুলে দেন নতুন জামাকাপ॥ কাজটি করতে পেরে খুব খুশি সকলেই।

গত ২০১৫ সালে বছর পঁচিশের যুবক ইন্দ্রজি দাস তার কয়েকজন বন্ধু বান্ধবদেরকে এই বিষয়ে বলেন।ইন্দ্রজিতের কথা শুনে রাজি হয়ে যায় বাপ্পা সরকার,সূরজ ভট্টাচার্য্য, অভিজি বিশ্বাস, সঞ্জয় দাসগুপ্ত সহ সকলেই। প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে টাকা চাঁদা দিয়ে প্রায় শ'চারেক শিশু ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য নতুন জামাকাপ। কিনে ফেলেন। রবিবার দিন সকালেই সকলে মিলে হাজির হন ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি ও ছোট দুমকী আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। সেখানে গিয়ে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের হাতে তুলে দেন নতুন জামাকাপ॥ পুজোর আগে এই নতুন জামাকাপ। পেয়ে খুশি সকলেই।এরপরই প্রকৃত অসহায় দুঃস্থ মানুষজনের খোঁজে রাতেই ক্যানিং ষ্টেশন এবং সংলগ্ন এলাকায় বেরিয়ে প।ে সকলে গ।য়ি কিশলয় ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির যুবক যুবতীরা।সেখানে গিয়ে দুঃস্থ অসহায় মানুষজনদের কে খুঁজে খুঁজে তাদের হাতে পুজোর নতুনবস্ত্র তুলে দেন।

দুঃস্থ মানুষদের জন্য এই কাজ করতে পেরে খুশি কিশলয়ের সকলেই।পাশাপাশি আগামী দিনে আরও বেশী করে এই ধরনের সমাজসেবা মূলক কাজ করতে চান বলে জানালন কিশলয়ের অন্যতম সদস্য ইন্দ্রজি দাস।

# দুর্গোৎসব উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ

**অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম:** শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বস্ত্রদান বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটি হয় রাঙ্টুয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে। বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গোৎসব আর এই দুর্গোৎসবের আগে গোপীবল্লভপুরবাসী নতুন বস্ত্র পেয়ে খুব খুশি। এ নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক বলেন সামনে দুর্গাপূজা আর এই দুর্গোৎসবে অনেকে ছেঁড়া ফাটা বস্ত্র পড়ে থাকেন। তাই আমরা মা–মাটি–মানুষের সরকারের পক্ষ থেকে গরিব ও দুঃস্থ শ্রেণীর মানুষদের কে এই বস্ত্র বিতরণ করছি যাতে নতুন বস্ত্র পড়ে আনন্দে দুর্গাপুজো কাটাতে পারেন।

এদিন প্রায় ৫০০ জন শিশু, পুরুষ ও মহিলা কে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী বিরবাহা সরেন (টুডু), নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল

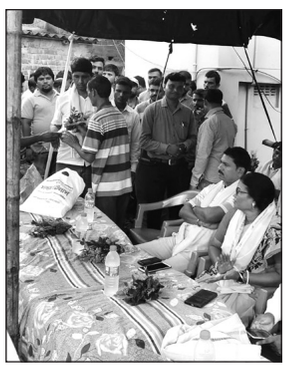

মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক, গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের সভাপতি টিঙ্কু পাল, জেলা তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি স্বপন পাত্র সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

# ভাঙল একাধিক ব্রিজ

**অভীক মিত্র, বীরভূম:** টানা প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্থ বীরভূম জেলা। জল বেড়ে ভেসে যাওয়ায় ২৯শে সেপ্টেম্বর যান চলাচল বন্ধ সাঁইথিয়া ফেরিঘাট এবং জয়দেব ফেরিঘাটে। জলের তলায় আঙারগড়িয়া পঞ্চায়েতের অস্থায়ী ফেরিঘাট। চান্ডালমারিতে বাশলৈই নদীর ব্রিজ ভেঙে পড়ে। রাজগ্রাম থেকে আন্ডুয়া এবং সন্তোষপুর যাওয়ার রাস্তা জলের তলায় চলে যাওয়ায় বেকায়দায় পরেছে পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষজন। ১লা অক্টোবর জলের তলায় চলে যায় কামারডাঙাল এবং পুরাতন গ্রামের ভাসা ব্রিজ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বালিয়া,পলসা,রঘুনাথপুর গ্রামে ছড়িয়েছে বাঘের আতঙ্ক। মঙ্গলবার থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত নতুনকরে আর বৃষ্টি না হওয়ায় স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি।

দুইকূল ছাপিয়ে জলের তলায় কামারডাঙাল ব্রিজ। ঝুঁকি নিয়ে চলছে পারাপার।

## গোসাবা–সাগরে তৈরি হবে পরিবেশ বান্ধব কটেজ

# পর্যটনের প্রসার ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও জনপ্রিয় এবং প্রসার ঘটাতে জেলা প্রশাসন তৎপরতা শুরু করল। সাগর–জঙ্গল পরিবেষ্টিত এই জেলায় এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যা বিদেশি পর্যটকদেরও আকর্ষণ করে। বিশেষ করে সুন্দরবন। ক্যানিং মহকুমার গোসাবা–বাসন্তী ব্লকের সজনেখালি, ঝড়খালিতে প্রচুর হোটেল হয়েছে। কিন্তু এখানকার পরিবহন ব্যবস্থার আরও উন্নতির দরকার। গদখালিতে নদী পারাপারের জন্য ব্রিজের প্রয়োজন আছে। বকখালিতে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর উপর ব্রিজ হওয়ার ফলে পর্যটকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গঙ্গাসাগর এখন শুধু আর তীর্থক্ষেত্র নয়, পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। সারাবছরই

এখানে মানুষ আসছেন। তবে লট নম্বর–৮ এ মুড়ি গঙ্গা নদীতে পলি জমার ফলে ভেসেল চলাচলে অসুবিধার কারণে পর্যটকরা অস্বস্তিতে পড়ছেন। সাগরে আরও ট্যুরিস্ট লজের প্রয়োজন আছে। এছাড়া জেলার ডায়মন্ড হারবার, ফ্রেজারগঞ্জ, মৈপীঠ, বুড়ুল, পাথরপ্রতিমার ভাগবৎপুরের কুমির প্রকল্পের নানা পরিকল্পনা করেছে পর্যটন দফতর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ওসি টুরিজিম সৌরভ চ্যাটার্জী জেলার পর্যটন প্রসঙ্গে বলেন, আমরা সুন্দরবনে পর্যটকদের জন্য 'হোম স্টে' পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছি। বড় বড় কংক্রিটের হোটেল হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। গোসাবা ব্লকে ১০০টি পরিবেশ বান্ধব কটেজ গড়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্য পর্যটন দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সাগরে সাগর–চকখালি– উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ট্যুরিস্ট লজ শীঘ্রই তৈরি হবে। এছাড়াও জেলার প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, জেলার ২৯টি ব্লকেই বিডিওরা স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছেন। এলাকার জনপ্রতিনিধি ও ইতিহাস গবেষকরা এ ব্যাপারে বিডিওদের সহযোগিতা করছেন।

# জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার ভার্মা সকাশে বাসন্তীর সোমেন দেবনাথ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের যুবক সোমেন দেবনাথ ২০০৪ সালের মে মাস থেকে থেকেই ওয়ার্ল্ড সাইকেল ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গত ২৭ আগষ্ট মাস থেকে জাপানেই রয়েছেন তিনি। সেখানে প্রায় ৪০ দিন সাইকেল চালিয়ে জাপানের উত্তর থেকে দক্ষিণে এইডস সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি শান্তি ও মানবতার বার্তা প্রচার করেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর ১৫১ টি দেশে সাইকেল চালিয়ে এইডস সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি শান্তি ও মানবতার বার্তা প্রচার করেছেন সোমেন দেবনাথ। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিস্ময় যুবকের এমন আর্ন্তজাতিক প্রচার পর্বের কর্মকান্ডে বিস্ময় হয়ে জাপানে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার ভার্মা ২৭ সেপ্টেম্বর এক বিশেষ সাক্ষাতে

সোমেন দেবনাথ কে প্রশংসা করেন।

সূদুর জাপান থেকে সোমেন দেবনাথ জানান, ভারতীয় হয়ে বিশ্ব সাইকেল সফরের লক্ষ্য হ'ল ১৯১ টিরও বেশি দেশে এইডস সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি শান্তি ও মানবতার বার্তা প্রচার করা।

**ছবিতে জাপানে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার ভার্মার বামদিকে সোমেন দেবনাথ।

# দশভূজার আগমনের প্রাক্কালে অকাল বোধনী মনসা পুজোয় মেতে ওঠেন সব ধর্মের মানুষজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাংলা ১৩৮৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০ নং আমঝাড়া গ্রামে আশ্বিণ মাসে ব্যাপক হারে শোল কেউটে সাপের উপদ্রপ দেখা দেয় এবং সেই সময় হিন্দু–মুসলিম পরিবারে পর পর শোল কেউটে সাপের কামড়ে ১০–১২ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। সেই সময়ের কুসংস্কার রীতিনীতি অনুযায়ী কলার ভেলায় করে মৃতদেহ গুলি নদী বক্ষে ভাসিয়ে দেওয়া হতো, যদি মৃতদেহে পুনরায় জীবনের প্রাণের সঞ্চার হয়।শোল কেউটে সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আতঙ্কিত হয়ে গ্রামবাসীরা পালিয়ে অন্য গ্রামে চলেও যান।তা স্বত্বেও আতঙ্কের পরিবেশ কমেনি বরং বেড়েছিল শোল কেউটে সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা।

বছরের পর বছর শোল কেউটের কামড়ে মড়ক লাগায় অবশেষে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে পাড়ার মোড়লরা–মাতব্বর রনজিত মাঝি,জমাত মোল্লা,নুর মহম্মদ সেখ, হাফিজুল পিয়াদা, লক্ষণ সরদার, ভবসিন্ধু সর্দাররা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন অকাল বোধনী মনসা পুজো দিয়ে মা কে সন্তুষ্ট করে গ্রামে বসবাস করা হবে।আশ্চর্য্যের বিষয় সেই অকাল বোধনী মনসা পূজা শুরু হতেই বন্ধ হয় শোল কেউটে সাপের উপদ্রব।এরপরই গ্রামের মানুষজন গ্রামেই ফিরেই বসবাস শুরু করেন। সেই ৪০ বছর আগের নিয়মনীতি

অনুযায়ী আজ ও আমঝাড়া গ্রামের সকল হিন্দু–মুসলিম পরিবার গুলি আশ্বিন মাসে দেবী দশভূজার আগমনের আগেই অকাল বোধনী মনসা পূজায় মেতে ওঠেন।

বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০ নং আমঝাড়া মহাপ্রভু আদিবাসী সংঘের আয়োজনে ২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে শুরু হয় ৪০ তম অকাল বোধনী মনসা পুজো।

মনসাপুজো উপলক্ষে চতুর্থ বর্ষের রক্তদান উৎসব শুরু হল সোমবার সকালে। ৬০ জন মহিলা সহ ১৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পূজা কমিটির সভাপতি দেবনাথ রায় জানান, আমাদের পূর্বপুরুষের নিয়মনীতি অনুযায়ী আমাদের এই মনসা পুজো উৎসব চলে আসছে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে।

পুজো কমিটির সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় মাঝি জানান, হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল মানুষজন মিলিত উদ্যোগ নিয়ে অকাল বোধনী মনসা পুজো হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।সেই ভ্রাতৃত্ববোধ অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের এই পূজা উপলক্ষে রক্তদান উৎসবের আয়োজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী, কালীপদ সরদার, শিক্ষক রবীন্দ্র নাথ মন্ডল, শুভঙ্কর সরদার, প্রহ্লাদ সিং, সঞ্জয় মাঝি, বৈদ্যনাথ মাঝি পূর্ণশশী রায় সহ বিশিষ্টরা।

এদিন অকাল বোধনী পুজো উপলক্ষে রক্তদান শিবিরে রক্তদান করে খুবই আনন্দিত সোনালী মাঝির মতো মহিলারা।অকাল বোধনী মনসা পুজো উপলক্ষে ছয়দিনের অনুষ্ঠানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর সেই কারণেই অন্যান্য বছরের তুলনায় এই অকাল বোধনী মনসা এলাকায় প্রচুর মানুষের জমায়েত লক্ষ্য করা গেছে।

# পুজোর পরেই পরীক্ষা কর্মশালা মহেশতলায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** শারদোৎসবের পরেই স্কুলে স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা। এই মুশকিল আসানের হাল হকিকত বুঝতে মহেশতলায় বিধান শিশু উদ্যানের প্রয়াসের উদ্যোগে গত রবিবার ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল গড়িয়ে দুপুর ধরে পরীক্ষা প্রস্তুতি ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সরকার পোলের গোপালপুর শীতলা বিদ্যালয়ে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের থেকে বুঝে নেন কিভাবে উত্তরপত্র থেকে প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক স্বর্ণেন্দু সরকার, জীবনবিজ্ঞান শিক্ষক ও মহেশতলার সেন্টার ইনচার্জ গিরিধারী চক্রবর্তী। বিধাননগর গভঃ কলেজের লেকচারার মাননীয় সুমন মুখার্জী মহাশয়। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রয়াসের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ।

# কর্মী ছাঁটাই বিমানবন্দরে

প্রথম পাতার পর

তাই অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে তাদের কাজে আসবার প্রয়োজন নেই। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের কার্যত আকাশ ভেঙে পড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের মাথায় কারণ বিমানবন্দরে কাজে যোগ দেওয়ার পূর্বে তারা বিভিন্ন ব্যাংকে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করছিলেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই বিজ্ঞাপন দেখে তারা সংশ্লিষ্ট সেই কাজ ছেড়ে এই কাজে যোগ দেন। হঠাৎ শারদোৎসবের মুখে এভাবে অনৈতিক উপায় তাদেরকে ছাঁটাই করায় চরম বিপাকে পড়েছেন তারা বলে এদিন জানান এই আন্দোলনকারীরা। তারা বলেন, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে পরিবার–পরিজন নিয়ে বর্তমানে তাদের দিশেহারা অবস্থা। আন্দোলনকারীরা আরও জানান, দুমাস নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলেও তাদের বকেয়া বেতন দেয়নি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে তাদের এই কাজে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন বলে এদিন জানান তারা।

# এনআরসি ক্ষতে অমিত দাওয়াই

প্রথম পাতার পর

এক দিন–রাত্রির ব্যবধানে শুরু হয় দাঙ্গা। একে অপরকে খুন করতে থাকে ভারতবাসী। নিজের সম্পত্তি হয়ে যায় 'এনিমি প্রপার্টি'। শত শত লাশের উপর দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। গদি পান নেতারা। হয়রানি আর অনিশ্চয়তা পড়ে থাকে অগণিত মানুষের জন্য। এর সঙ্গে সে দিন থেকেই শুরু হয় আরও একটি চক্রান্ত, যার নাম অনুপ্রবেশ। স্লোগান ওঠে 'হাস কি লিয়া পাকিস্তান, ঘুঁসকে লেগা হিন্দুস্থান'। ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে অনুপ্রবেশের হাত ধরে শুরু হয় পাচার ও চোরাচালান। বাংলার এই কান্নাকেই ২০০৫ সালে সংসদে বাস্তুয় করে তুলেছিলেন সেদিনের নেত্রী আজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই 'ঘুঁসকে লেগা হিন্দুস্থান'–এর মূলে কুঠারাঘাত করেছে এনআরসি বা নাগরিক পঞ্জী। সব নেতারাই জানেন ভারতকে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে এটাই সঠিক পথ। কিন্তু ভোট বড় বালাই। ধর্মীয় সমর্থন হারাবার ভয়ে সব বলা যায় না। আর অমিত শাহ তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরে এই ধর্মের বেড়াজালটাই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। এখনও সেই ঘোর কাটাতে পারে নি অন্য দলগুলি।

তবে অসমে নাগরিক পঞ্জী তৈরি হওয়ার পরে অমিতরা বুঝেছেন বর্তমান নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা শরণার্থীদের কান্না দূর করা সম্ভব নয়। বরং ছিদ্র গলে বেরিয়ে যেতে পারে অনুপ্রবেশকারীরাও। তাই ছাঁকনি বদলাতে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন বিল আনতে চলেছে মোদী সরকার। অমিতের নির্ঘন্ট অনুযায়ী তার পরেই বাংলায় শুরু হবে নাগরিক পঞ্জীর কাজ। এরই মধ্যে এগিয়ে আসবে বিধানসভা নির্বাচন। ফলে এনআরসি হাওয়া যে আগামী দিনে বাংলায় ঝড় হয়ে আসছে সে কথা স্বীকার করেছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।


শারদীয়া–দীপাবলী ও ছটপূজোয়
শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
সৌজন্যে :
হেমন্তকুমার

(বিশিষ্ট সমাজসেবী)
নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা


# মায়ের বোধন

প্রথম পাতার পর

তবে এই মুহূর্তে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর খবর নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবুও উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে জনমানসে। অন্যদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়েও উদ্বিগ্ন প্রশাসনিক মহল সহ স্থানীয় মানুষ। কারণ এমনিতে সাধারণ অবস্থাতেই বিএসএফ ও পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে প্রায়শই অনুপ্রবেশের ঘটনা উঠে আসে সংবাদের শিরোনামে। আর দুর্গোৎসব তো অনেক বড় ব্যাপার। এই উৎসবের আড়ালে সাধারণ অনুপ্রবেশ সহ জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে উন্নত ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া লাগানো হলেও পেট্রাপোল, স্বরূপনগর, বসিরহাট ইত্যাদি থানা এলাকার বেশ কিছু জায়গা এখনও উন্মুক্ত। এইসব জায়গাগুলো ওপের করিডর হিসেবে সাধারণত ব্যবহার করে অনুপ্রবেশকারীরা। তবে বিএসএফের পক্ষ থেকে গোটা সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর চব্বিশ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা সীমান্ত এলাকা সিল করে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি কড়া নজরদারির কথাও উল্লেখ করা হয়।

প্রসঙ্গত ডেঙ্গু এবং অনুপ্রবেশ। এই দুই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই শারদোৎসবে শামিল হয়েছে জেলা। উৎসব নির্বিঘ্ন করার জন্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক তৎপর বলে সূত্রের খবর। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে চলছে নজরদারি। পাশাপাশি নদীপথে চলছে কড়া যৌথ টহলদারি। এমনকি প্রতিমা বিসর্জনের দিন টাকিতে দুই বাংলার মেলবন্ধনের যে পরম্পরার দৃশ্য অতীতে দেখা গিয়েছে, তা বিগত কয়েক বছর আগেই অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এবারের বিসর্জনের ক্ষেত্রেও সেই নির্দেশিকা বহাল থাকছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।


## রবীন্দ্রকানন ও শিশু উদ্যান (পিক্‌নিক্ স্পট)

ঠিকানা :– পূর্ব – নিশ্চিন্তপুর, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
ফোন নং :– (০৩৩) ২৪৮২–১৬৯৭/২৪৮২ ৬২৮৬
পরিচালনায় ঃ বজবজ– ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি, দঃ ২৪ পরগণা
উপস্থাপনা :– বাচ্চাদের খেলনা :– স্লীপার, মেরী গো–রাউন্ড, নাগরদোলা, দোলনা, ক্লাইমবার, বোটিং ইত্যাদি।

| বাংলো–কটেজ | নির্দ্ধারিত ভাড়া |
|---|---|
| উত্তরায়ন–১ | ২০০০.০০ টাকা |
| উত্তরায়ন–২ | ২০০০.০০ টাকা |
| ঐকতান | ২০০০.০০ টাকা |
| মানসী | ২০০০.০০ টাকা |
| নির্ঝর | ১৫০০.০০ টাকা |
| নিরালা | ১৫০০.০০ টাকা |
| কফি হাউস | ১০০০.০০ টাকা |

এছাড়া মূল উদ্যানের ভিতর খোলা জায়গায় পিকনিক করা যাবে। বুকিং ফী বাবদ ৭৫০ টাকা (সাত শত পঞ্চাশ) মাত্র নির্দিষ্ট দিনে সংশ্লিষ্ট আদায়কারীর নিকট জমা দিয়ে রসিদ নিতে হবে। পিকনিকের জন্য নির্দ্ধারিত সময় : সকাল ৬ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা– ৬ ঘটিকা অবধি।

বাংলো কটেজ প্রতি ৪০ জনের প্রবেশাধিকার থাকবে। অতিরিক্ত ১০ জনের প্রবেশাধিকার গ্রহণ যোগ্য কিন্তু ঐ ১০ জনের অতিরিক্ত প্রবেশ মূল্য জন প্রতি ১০ টাকা হারে পিকনিকের দিন গেটে জমা করতে হবে।

সাধারণ পর্যটকদের জন্য প্রবেশ মূল্য জন প্রতি ১০.০০ (দশ) টাকা হারে পিকনিকের দিন গেটে জমা করতে হবে।

### নিয়মাবলী

- কোন প্রকার গাড়ী নিয়ে পার্কের ভিতর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ,
- যত্র তত্র মদ্যপান করে বোটিং আরোহণ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ,
- শব্দ দূষণ বিধি অনুসারে মাইক ও বক্স বাজানো বাধ্যতামূলক।
- বিদ্যুৎ সংযোগ নিজ দায়িত্বে নিতে হবে।
- বাংলো/কটেজের বারান্দায় রন্ধন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পথনির্দেশিকা : ট্রেনে শিয়ালদহ হতে বজবজ ষ্টেশনে নেমে বিড়লাপুর গামী অটোরিক্সায়। ধর্মতলা হতে 77A বাসে অথবা তারাতলা হতে SD30 করে গোবরঝুড়ি নূতন পোল নেমে ডানদিক রবীন্দ্রকানন ও শিশু উদ্যান (পার্ক)।

**বুকিং করতে হবে– বজবজ–১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে**

| রীণা ঘোষ | শ্রীমতী রিয়া হাজরা | শ্রী শ্রীমন্ত বৈদ্য | শ্রী নিত্যানন্দ বর্মন |
|---|---|---|---|
| নির্বাহী আধিকারিক বজবজ–১নং ব্লক দঃ ২৪ পরগণা | সভাপতি বজবজ–১নং পঞ্চায়েত সমিতি দঃ ২৪ পরগণা | কর্মাধ্যক্ষ পূর্ত ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি দঃ ২৪ পঃ জেলা পরিষদ | সহকারী – সভাপতি, বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, বজবজ–১ নং পঞ্চায়েত সমিতি দঃ ২৪ পরগণা |

**রবীন্দ্রকানন ও শিশু উদ্যান পিকনিক স্পট–এর দ্বিতীয় প্রবেশ গেট নতুন রূপে সুসজ্জিত অবস্থায় রূপায়ণ হচ্ছে। স্থান– বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের সন্নিকটে গোবরঝুড়ি নতুন পোলের নিকট।**


# দেবীপক্ষে নিদ্রা যাবেন দুই ভগবান

প্রথম পাতার পর

নতুন বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র মনে পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে মায়ের কাছে পাঁচটি দিন একটাই প্রার্থনা আমরা যেন সারা বছর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারি। অন্যায় করে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে এ পুজো প্রদর্শনীর সামিল। পুজোর বেদী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের আখড়া নয়। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ কামনায় এই পুজোয় কোনও ভেদাভেদ, জাত–পাত দলাদলির জায়গা নেই। রামচন্দ্রের জয়ের শরিক হয়েছিলেন সমগ্র জীব জগৎ। যারা এই ভাবধারার বিরুদ্ধে তাদের স্থান মা দুর্গার ত্রিশূলের তলায়।

সমাজবিদদের মতে শহর আর গ্রামের পুজোয় তফাত স্পষ্ট। গ্রামের পুজোয় আজও পবিত্রতা আছে, সকলকে নিয়ে অনাবিল আনন্দ আছে। অযথা থিমের আতিশয্য নেই। নেই থিমের অবিরাম প্রতিযোগিতা। বিপরীত দিকে শহর ও আধাশহরের পুজো এখন কর্পোরেটের দখলে। কালচারটাই বদলে গিয়েছে যেন। চিরকালই পুজোয় শিল্পীদের প্রাধান্য থাকে। মৃৎ, শোলা, বস্ত্র, পট, গয়না, বাঁশ সহ লোক শিল্পীদের বদলে শহরের পুজো দখল নিয়েছে শিল্পকলায় শিক্ষিত পাশ করা সফেসটিকেটেড শিল্পীরা। যাদের সামগ্রীতে স্থান নিয়েছে প্লাস্টিক, থার্মোকল থেকে শুরু করে কৃত্রিম সামগ্রী যা লোক শিল্পের পরিপন্থী। এরাই এখন থিমের পুজোর কারিগর। রোজগেরে শিল্পীদের প্রতিনিধি। অথচ দৃষ্টিনন্দনতাই শেষ নয়। পুজো মাপে প্রকৃতির পুজো। শাস্ত্রকাররাও বলেছেন, থিম নির্ভর এই পুজো চিরদিন চলবে না। সাবেকেই ফের ফিরে আসবে ভক্তি। এসব চটকদারি সাময়িক। অচিরেই বোধদয় হবে মানুষের।

প্রশাসন অবশ্য মানবাধিকার ও দূষণের কথা মানতে নারাজ। তারা কথা দিচ্ছেন মানুষের সুবিধার জন্য তারা যথাসাধ্য করবেন। এমনকি অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দিচ্ছেন তারা। ভুক্তভোগী মানুষের অবশ্য ধারণা অন্য। তারা বলছেন, সুবিধা তো দূরঅস্ত। পুল–ব্রিজ ভাঙা কলকাতায় এবার ভোগান্তি আরও বাড়বে। ভঙ্গুর পথ–ঘাট–সেতু নিয়ে এত মানুষের চাপ এবার আদৌ এ শহর নিতে পারবে কিনা তা নিয়েই চিন্তায় রয়েছে কলকাতাবাসী।

# ৭৬টি গ্রামের একটাই পুজো, আনন্দে সাজছে সুন্দরী অযোধ্যা

প্রথম পাতার পর

আগে বাসিন্দারা অতি কষ্টে দূরবর্তী বাগমুণ্ডি, ঝালদা, মাঠা, মানবাজার, বরাবাজার এমনকি সদর শহর পুরুলিয়ায় দুর্গাপুজো দেখতে যেতেন। তারপর নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পুজোর সূচনা।

বর্তমানে অযোধ্যা পাহাড় সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ব্যানারে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় বীর বীরষা ক্লাব এবং বীরষা মুণ্ডা ক্লাবের সদস্য সহ এলাকার অনেকেই পুজোয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পুজোর এই কয়টা দিনের জন্য অযোধ্যা পাহাড়বাসী সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। পাশাপাশি সুবিস্তৃত অযোধ্যা পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগের সঙ্গে এখানকার দুর্গাপুজোর আনন্দে শরিক হতে ভিড় জমান কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য পর্যটক।

বাগাম্ভীর সুরেন্দ্রনাথ লোহার বলেন, আগে আমাদের এখানে দুর্গাপুজো হত না। আমরা কষ্ট করে অনেকদূরে পুজো দেখতে যেতাম। তারপর একসময় আশপাশের গ্রামের সকলেমিলে ঠিক করলেন দুর্গাপুজো হবে। এখন পুজোয় চার–পাঁচদিন ধরে গ্রামের সবাই মিলে অনেক আনন্দ করি। টাঁরপানিয়া গ্রামের সদানন্দ কর্মকার বলেন, আমরা দুর্গাপুজোর এই ক'টা দিনের জন্য সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। এই দুর্গাপুজো অযোধ্যা পাহাড়ের ৭৬টি গ্রামের মানুষগুলির কাছে প্রাণের পুজো। এ যে কত আনন্দের তা চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। তাই তো এই পুজোর টানে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ এখানে আসে। পরিণত হয় মিলনমেলায়।

অযোধ্যা পাহাড় সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি তথা বাগমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পতিতপাবন মুড়া বলেন, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় আমাদের পুজোয় দূর দূরান্তের মানুষের ঢল নামবে।

# মহানগরে

## ভেজাল খাবার রুখতে অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পুজোর আগে কলকাতার বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় অপ্রত্যাশিত অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন খাবার এবং তাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের মান যাচাই শুরু করলো কলকাতা পুর সংস্থার খাদ্য–সুরক্ষা আধিকারিকেরা। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভেজাল খাবারের বিরুদ্ধে এই অভিযান শুরু হল। আগামী ৪ অক্টোবর মহাষষ্টীর দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক 'সারপ্রাইজ' অভিযান চালানো হবে বলে পুর সূত্রে খবর।

বাঙালির পুজোর আনন্দের রুটিনে খাওয়া–দাওয়ার একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে। তাই উৎসবের মরশুম শুরুর মুখে কলকাতার একাধিক স্থানে গত ২৬ সেপ্টেম্বর পুর আধিকারিকদের নিয়ে অভিযানে বের হলেন উপ–মহানাগরিক তথা পুর খাদ্য সুরক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। কলকাতার নামী–দামী রেস্তোরাঁসহ অন্যান্য ছোটো–বড়ো একাধিক খাবারের দোকানে খাবারের মান যাচাই অভিযান চালান। একাধিক জায়গা থেকে খাবারের নমুনা সংগ্রহ কররা হয়। কয়েকটি দোকানে খাবারের মান দোকানেই বিক্রেতাদের সামনেই পরীক্ষা করা হয়। বাণিজ্যিক বরফ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পুরসংস্থার তরফে সতর্কতা জারি করা হয়। খাবার সুরক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন 'লিফলেট'ও বিলি করা হয়। অতীন ঘোষ বলেন, আগের থেকে মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। বিক্রেতারাও সচেতন হয়েছে। পুরসংস্থাও নিয়মিত খাদ্য–সুরক্ষা বিষয়ে অভিযান চালিয়ে যাবে। কেবল রেস্তোরাঁ নয়, ফুটপাথের খাবারের স্টলগুলিতেও অভিযান চালিয়ে খাবার মান সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করা হবে। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতে পারে।

## বর্জ্য নিয়ে বই প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে আরও আধুনিক ও সহজ করে তোলা যায়, সে বিষয়ে রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করলেন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গত ২৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার মহানায়ক উত্তম মঞ্চে আয়োজিত একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিধাননগর পুরসংস্থার মহানাগরিক কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কেএমডিএ–এর অন্তরা আচার্য, পুরসচিব সুব্রত গুপ্ত। পুরমন্ত্রী বলেন, কঠিন বর্জ্য নিয়ে রাজ্যের পুরসংস্থা ও পুরসভাগুলি যাতে পরিকল্পনাগুলি সহজে কষতে পারে, তার যাবতীয় তথ্য সহজ পদ্ধতিতে বইতে বলা রয়েছে।

## পুজোয় ডেঙ্গুর সম্ভাবনা প্রবল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর থেকে 'ডেঙ্গু' 'আতঙ্ক নয়, আশ্বস্ত থাকুন' বলে প্রচারপত্রে বলা হচ্ছে, জ্বরের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে 'এলাইজা' পদ্ধতি ডেঙ্গু এনএস–১ অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা। আর জ্বরের প্রথম পাঁচ দিনের পর এলাইজা পদ্ধতিতে ডেঙ্গু আইজিএম পরীক্ষা করা। বহুমূল্যের এই দু'টি পরীক্ষাই বিনামূল্যে পুর সংস্থার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করার ব্যবস্থা আছে। এদিকে বেহালার ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের

পঞ্চাননতলা লেনের পলি বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৯) নামক এক বধূর জ্বরের প্রথম চার দিনের মধ্যে মৃত্যু হল। ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার থেকে জ্বর শুরু হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার স্থানীয় ইউপিএইচসি–তে রক্ত পরীক্ষা হলেও ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে ওই ইউপিএইচসি থেকে জানানো হয়, ডেঙ্গু রোগের জীবাণু মিলেছে এবং প্লেটলেট ১ লক্ষ ৮০ হাজার। আর সেই রাতেই নিউ আলিপুরের এই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পলি দেবীর মৃত্যু হয়। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা এনএস–১ পজিটিভ। আর স্বাস্থ্য কী না, তা চিকিৎসার নথি দেখে বলা সম্ভব। এই মুহূর্তে এই ওয়ার্ডে ১০–১২টি পরিবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং বহু পরিবারের লোকজনের ধুম জ্বর। এই হল কলকাতার একটি ছবি।

এদিকে কলকাতার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, আমি ১৯ সেপ্টেম্বর ও তার এক সপ্তাহ আগে থেকেই কলকাতার সর্বত্র ডেঙ্গুর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যা যা পুর স্বাস্থ্য দফতরের বলেছিলাম, 'বর্ষার শুরুতে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকেই কলকাতায় ডেঙ্গু রোগের আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী'। এখন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সে কথাই নিজমুখে স্বীকার করতে একরকম বাধ্য হল। সল্টলেকস্থিত স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কলকাতা পুর এলাকায় (১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড) এডিস ইজিপ্টাই (ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া, জিকা ও পীতজ্বরের জীবানুবাহক) মশার কামড়ে কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সঙ্গেই সঙ্গেই কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। দেবাশিসবাবুর বক্তব্য, পুর স্বাস্থ্য দফতর ডেঙ্গু প্রতিরোধে যা যা বলছে বা করতে চাইছে কার্যক্ষেত্রে তা পাড়ায় গিয়ে আর প্রায় হয়ে উঠছে না। কলকাতার অ্যাডেড এরিয়াতে (১০১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে) ডেঙ্গু প্রতিরোধে 'অটো প্রচার' বা অন্যান্য গাফিলতি রয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত জারি রয়েছে। আবার পুজোর দিনগুলিতেও যদি এমন হাল্কা বৃষ্টি হতে থাকে, প্রবল সম্ভাবনা যা রয়েছে। তাহলে বিভিন্ন পকেটে পরিষ্কার জল জমবে, এডিস ইজিপ্টাই মশার বংশ বৃদ্ধি ঘটবে। ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে।

বিগত বছরগুলিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যে যে কর্মসূচি রূপায়ণের কথা বলা হয়েছিল, যেমন– ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রশিক্ষিত ভেক্টর কর্মচারি নিয়োগ, বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে কী কী হয়েছে? পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, প্রথমত, বিগত বছরে প্রতিটি ওয়ার্ডে নতুন করে প্রশিক্ষিত ভেক্টর কর্মচারী নিয়োগ বিষয়ে এমন কোনও সিদ্ধান্ত আমাদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সারা বছর ধরেই কী কর্মসূচি পালন করছি, তা কলকাতা পুরসংস্থার সমস্ত পুর প্রতিনিধিরা জানেন। কারণ তারা সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। ডেঙ্গু বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং পুর সংস্থার বিভিন্ন দফতরের সমন্বয় রেখে বছরের শুরু থেকেই কাজ করে চলেছে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর। ওয়ার্ডভিত্তিক ভেক্টর কন্টোল কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগে আটটি 'র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম' ছিল। সেটিকে এখন ১৬টিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতি বরোতে একটি করে 'বরো র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম' রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে এই 'বরো র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম' গুলি তৈরি হয়েছে। এবং তারা দক্ষতার সঙ্গে কাজও করছে। অতীনবাবু বলেন, রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কলকাতা পুরসংস্থারই 'মসকিউটো রিসার্চ ল্যাবরেটরি' (১৪৯, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড) আছে। যেখানে কৃত্রিম উপায়ে মশার জন্ম দিয়ে, সেটি কোন প্রজাতির মশা? তার ডিম কী রকম দেখতে হয়? লার্ভাটি কোন প্রজাতির? ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বছরের শুরু থেকেই জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'ড্রাই সিজনে' ওই কর্মীদের সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 'র‍্যাট'দের মশার লার্ভা কীভাবে চেনানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, পুরপ্রতিনিধিরা ওই গবেষণাগারে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। বিদেশ থেকেও প্রতিনিধিরা মাঝে মধ্যে ওখানে পরিদর্শনে আসেন। প্রসঙ্গত, পুরসংস্থার 'ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টার' গুলি যে ডেঙ্গু ডাটা সংগ্রহ করে তা হল 'র' ডাটা। তিন–চারদিন সময় লাগে ডেঙ্গু ভেরিফিকেশনের জন্য। সেপ্টেম্বরের প্রথম ন'দিনেই কলকাতা মোট ১১৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়।

## 'মা' এক ভিন্ন স্বাদের প্রদর্শনী

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আশ্বিনের শারদ প্রাতে জগৎজননী আনন্দময়ী 'মা' দুর্গার মর্ত্তে আগমনের সূচনালগ্নে অভিবন্দনা আয়োজিত 'মা' শীর্ষক চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি অনবদ্য। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতার ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটারের নটী বিনোদিনী মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবে। 'মা' একটি ছোট শব্দ। কিন্তু তাঁর ব্যপ্তি বিশাল চিত্রশিল্পী ও আলোকচিত্র শিল্পীর কল্পনায় 'মা' কে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখা গিয়েছে। আমাদের প্রথম ধারণায় 'মা' মানেই 'মা দুর্গা বা গর্ভধারিণী 'মা' থেকে বেড়িয়ে এসে একটু অন্যভাবে 'মা'কে আলোকচিত্রে ধরা হয়েছে। চা বাগানের মহিলা শ্রমিক কিংবা পোলিও আক্রান্ত মহিলা সাতারুর মধ্যেও যে নারীসত্তা বিরাজিত সেটাই অত্যন্ত সুচারু ও দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন চিত্র ও আলোকচিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দৈনন্দিন একঘেঁয়ে এই প্রদর্শনীটি শরতের আকাশের মতো নির্মল আনন্দ এনে দিয়েছে দর্শকের মনে।

৩৮ জন চিত্রশিল্পী ১২ জন আলোকচিত্র শিল্পী তাদের ভাবনার মাধ্যমে নানাভাবে 'মা'কে ফুটিয়ে তুলেছেন। ৫৫টি চিত্রের মধ্যে অ্যাক্রেলিকের আধিপত্য একটু বেশি থাকলেও তেল রং, জল রং, চারকোল ও পেন ও ইংক এর বেশ কিছু কাজ খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে প্রসেনজিৎ মণ্ডলের পেন ও ইংক–এর কাজ চিত্র অসাধারণ। অ্যাক্রেলিকের কাজের মধ্যেও সুবীর রায়চৌধুরী, শৌভিক ব্যানার্জী, অলকানন্দা দাস, সম্রাজ্ঞী আচার্য, সুস্মিত মুখার্জী, গার্গী রায়চৌধুরী, ঐন্দ্রিলা ব্যানার্জী, সুতপা দে, কালোভ্রমর পাল, সুজাতা ঘোষ, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, তপন তনু দাসগুপ্ত, সায়রী–র কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার মিক্স মিডিয়ার কাজে দেবাশিস রায়, পার্থসারথী দাস, মহুয়া দাসের যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতার রূপ ফুটে উঠেছে তেল রং ব্যবহারের মাধ্যমে দেবশ্রীর 'সারদা মা' অনবদ্য। সুদীপ্তা চ্যাটার্জীর কাজও চমৎকার। জল রং ব্যবহারের মাধ্যমে সুরজিৎ ঘোষ, সুপ্রিয়া মণ্ডল, শুভদীপ দে–র কাজগুলি অপূর্ব।

এদের পাশে তরুণিমা পাঠক ও মৌমিতা নন্দীর 'চারকোল'–এর কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

এই প্রদর্শনীর আর একটি অংশ ছিল আলোকচিত্র। ডা. অনুপম সেন চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত ছবিটি এই প্রদর্শনীর অন্যতম সেরা আলোক চিত্র। পোলিও আক্রান্ত মহিলা সাতারু যে 'আমার দুর্গা' হতে পারে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সালমা রব্বির বেশ কয়েকটি ছবি। অন্য জিৎ অধিকারীর ছবিটিও চমৎকার, তাপস রায়, রজত চৌধুরী ভাবনায় 'মা' রূপ সত্যিই প্রাসঙ্গিক। সুভাষ দাশগুপ্ত শিবায়ন সিংহ, দেবশেখর বোস–এর ছবিগুলি যথেষ্ট ভালো।

বিষয় ভাবনা ডিসপ্লে এবং চমৎকার সুচারু উপস্থাপনার গুণে অভিবন্দনার এই প্রদর্শনীটি অন্য মাত্রা পায়।

বন্ধু এক আশা তাদের কথা মতোন ২৫ হাজার শিশুকে নতুন জামাকাপড় দিয়ে সাজিয়ে তুলল। তাদের সদস্যরা ৭ জন করে এক একটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে রাজ্যের ২৫০টি গ্রামে পৌঁছে যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে বেড়ায় তারা শুধু এইসব ছোট ছোট শিশুদের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য। তাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী ইন্দ্রানী হালদার, দীনেশ পোদ্দারসহ আরও অন্যান্য বিশিষ্টরাও। সভাপতি প্রীতম সরকার বলেন, তারা প্রত্যেক বছরই এমন কাজে নিজেদেরকে সামিল করতে পেরে সত্যিই পুজোর দিনগুলি আরও ভালোভাবে কাটাতে যায় আনন্দের সাথে। আসছে বছর আশা করছি আরও বেশি সংখ্যক কচিকাঁচাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব তাই সকলের সহযোগিতা কামনা করি আমরা।

# দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর দুর্গতি

**সুকুমার মণ্ডল :** কালে কালে কি যুগই না এলো। চিরকাল আমরা মা দুর্গতিনাশিনীর কাছে বর টর চেয়ে এসেছি। যার যা কিছু মনোবাঞ্ছা চুপিচুপি মায়ের কাছে এস–এম–এস করে এসেছি, কদাপি তার কিছুটা সমাধান হয়েছে, বেশীর ভাগটাই হয়তো অপূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু তার জেরে মায়ের প্রতি আমাদের ভক্তি কমেছে বলে তো মনে হয় না। যত দিন গেছে মায়ের পুজোর জাঁক বেড়েছে,চমক বেড়েছে। বারোয়ারী পুজোর মধ্যে চাপা রেষারেষি শুরু থেকেই ছিল, সেই রেষারেষিটা ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সেটা কখনো ভেবে দেখেছেন ! এখন কেবল টেক্কা দেওয়াই নয়, অন্য বারোয়ারীদের রীতিমতো দাবিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস। সেরা হওয়ার জন্য পাগলের মত নতুন থিম খোঁজার লড়াই দেখতে আমরা সবাই মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুগ্গা মায়ের পুজো পরিচালনা তথা মাতব্বরি করার অধিকার দখল করার জন্য এমনধারা কামড়াকামড়ি আগে কক্ষনো দ্যাখেননি।

কামড়াকামড়ি শব্দটায় কারোর কারোর আপত্তি হতে পারে। ভক্তরা ঠেলাঠেলি,হুড়োহুড়ি করে থাকে, কখনো কখনো অন্যের পা–মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নেই। কিন্তু এ বছর পুজোর মাতব্বরি কে করবে, তাই নিয়ে যা তাণ্ডব নেত্য শুরু হয়েছে, তা দেখে হাসবো না রাগ করব সেটাও ভেবে উঠতে পারছেন না অনেকেই।

মায়ের আর দোষ কি। বরাবরের মত কটা দিন আমাদের কাছে কাটিয়ে কৈলাসে ফিরে যান। ধনীদের বাড়ির পুজো নিয়ে গুরুতর সমস্যা তেমন হয় নি, যত গণ্ডগোল ওই বারোয়ারী পুজো নিয়ে। বরাবর বারোয়ারী পুজোর ঝক্কি–ঝামেলা পাড়ার বয়স্ক–তরুণরা মিলে সামলে এসেছে। বয়স্কদের মধ্যে থেকে বর্ষীয়ান মানুষজনরা সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি পদে শোভা বর্ধন করতেন আর খাটা–খাটুনি ইত্যাদির দায়িত্ব নিত অপেক্ষাকৃত তরুণেরা। কেউ কোষাধ্যক্ষ, কেউ সহ–সম্পাদক ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এক একটা বারোয়ারী পুজো এক একটি পাড়া বা অঞ্চলের নিজেদের পুজো হয়ে উঠেছিল। গেল শতকের শেষ পর্যন্ত বেশ চলছিল।

তারপর এলো থিমের পূজো। যেমনি তার নাম তেমনি তার ডাক। না ভাই, আমি ডাকের সাজের খরচের কথা বলছি না। এখন প্যাণ্ডেল, গেট, আলোর

বাহার – এমন সব নানা বিভাগের খরচ–খরচাও বেড়ে গেল বহুগুণ। এত টাকার জোগান দেবে কোন গৌরী সেন ! যে যুগের যেমন রীতি। বাড়তি ওই রাক্ষুসে খরচের যোগান দেওয়ার জন্য চালু হল খুঁটি পুজো। আজ্ঞে না, আমি শাল বা বাঁশের খুঁটির কথা বলছি না। আসল খুঁটি হলেন সেই মানুষটি যিনি নেপথ্য অঙ্গুলি–হেলনে অনায়াসে কাঁড়ি কাঁড়ি দান–অনুদান–বিজ্ঞাপনের জোগানদার যুগিয়ে যাবেন। আগে সভাপতি পদের জন্য ধনী ব্যক্তিদের বাছা হত – পাড়ায় বসবাসকারী ডাক্তার, উকিল, বড় চাকুরে কিংবা সফল ব্যবসায়ী এঁরাই অগ্রাধিকার পেতেন, প্রয়োজনে বাড়তি দু–চার হাজার টাকার যোগান দিতেন তাঁরা। কিন্তু এখন ওতে কিস্যসু হয় না মশাই। এখন অফুরান টাকা যোগানের ক্ষমতা একমাত্র রাজনীতির লোকেদেরই রয়েছে। এক একটি টেলিফোনে হুড়হুড় করে টাকার বান ডাকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র এঁদেরই আছে। এঁরা মন্ত্রী, এম–এল–এ, এম–পি – নিদেন পুরসভার কেষ্টবিষ্টু। এর চেয়ে কম প্রোফাইলের মানুষজনদের পুজো কমিটির মাথায় বসানো চলে না আজকাল। রাজনীতির আঙিনায় যার দাপটের দৌড় যত, তাঁর ছত্রছায়ায় থাকা পুজোর দাপাদাপিও তত বেশি। এভাবে বারোয়ারী পুজো কমিটি গুলো কবে যে ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়ে গেল সেটা কেউ খেয়াল করে নি, করতে চায়ও নি এতদিন।

কমিউনিষ্টরা কোনদিন প্রকাশ্যে পুজো–আচ্চায় নিজেদের জড়াতে চায় নি ফলে মাত্র কয়েক বছরেই বিনাযুদ্ধে নামি বারোয়ারী ক্লাবগুলোক দখলে এনেছিল সবুজের ক্ষমতাশীল নেতারা। বেশ চলছিল কয়েকটা বছর। গোল বাধলো ২০১৯শে এসে। ক্ষমতাশীল দলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে এগিয়ে এসেছে গেরুয়া দল, কিন্তু গেরুয়াদের মনে একটা দুঃখ রয়েই গেছে। বাঙালির সেরা পুজো দুগ্গো পুজো, (পড়ুন, কলকাতার দুগ্গোপুজো ) সেগুলোর প্রায় সবকটাই বেহাত। এ হে হে হে ...এদিকটায় আগে নজর না দিয়ে খুব ভুল হয়ে গেছে যাহোক। ক্লাবের দখল নেওয়া মানে এলাকা দখলও যে সহজ হয়ে যাবে, এই ফর্মুলাটার সন্ধান তাঁরা আগে কেন যে করে উঠতে পারেননি। মনে মনে তাই হয়তো আফশোষ। নামি নামি বারোয়ারী পুজোর মাতব্বরীর ব্যাটনগুলো কেড়ে না নিতে পারলে পুজোর দখল কিভাবে হাসিল হবে। ব্যস্ বেঁধে গেল ধুন্ধুমার। কমিটিতে সবুজ থাকবে না গেরুয়া থাকবে তাই নিয়ে বেধে গেল মহা হুজ্জোত। মারপিট, রক্তপাত, পুলিশের ছুটোছুটি কোনটাই বাদ গেল না। দুগ্গোপুজোর ভাসান নিয়ে দু–চারটে হাঙ্গামার কথা ফি–বছরই শোনা যেত, তবে তা নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলেই সবাই নির্বিবাদে মেনে নিয়ে এসেছি এতকাল। পুজো শুরুর গোড়াতেই বারোয়ারীর মাতব্বরীর ক্ষমতা দখলের এমন মরিয়া লড়াই কলকাতাবাসী আগে কখনও দ্যাখেনি।

মর্ত কিংবা বলা ভালো কলকাতার বুকে পুজো কমিটির দখল নিয়ে নেতাদের এমন লড়াই–এর খবর দুর্গার কাছে পৌঁছাতে দেরি হল না। মহাদেব সাফ বলে দিলেন, এ বছর কলকাতা–মুখো হয়ে কাজ নেই। বছরের পর বছর একই জায়গায় যাওয়ার একঘেঁয়েমি কাটানোর এমন সুযোগ রোজ আসে না। কার্তিকও সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছে। এবছরে আমেরিকা, ইউরোপে কিংবা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে আসলে কেমন হয়। কার্তিকের প্রস্তাবে লক্ষ্মী–সরস্বতীরও সায় পাওয়া গেছে। কেবল গণেশ অস্বস্তিকর নীরবতা পালন করছে। হাতির মাথা আর মানুষের দেহ জোড়া লাগানো কিম্ভূত দেবতা সাহেবদের কাছে তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য হবে কি। ওরা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ভেবে না বসে। গণেশের দ্বিধার আরও একটি কারণ আছে, ওদেশে বাহন–রা কি স্বাগত! শেষে পশু–ক্লেশ নিবারণী সমিতির লোকেরা হা–রে–রে–রে করে তেড়ে আসবে নাতো ! দুর্গতিনাশিনী স্বয়ং চিন্তায় দ্বিধাবিভক্ত। এমন হাঙ্গামার খবর উনি অতীতে কখনো শোনেননি। তাঁর সন্তানেরা যদি নিজেদের মধ্যেই মারামারি–হাতাহাতিতে মত্ত থাকে তাহলে পুজো–আপ্যায়ন ঠিকমত জুটবে কি না কে জানে ! তার ওপর খণ্ডযুদ্ধের মাঝে অবাঞ্ছিত বস্তু উড়ে এসে মঞ্চে আছড়ে পড়তে পারে, চোট–আঘাত লাগতে পারে। দেবতা বলে কি প্রাণের মায়া থাকতে নেই !

এমন সব উল্টোপাল্টা চিন্তাভাবনায় মায়ের মন কদিন ধরে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। মায়ের চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে সিংহের মনেও আশঙ্কার কালো মেঘ। সিংহের মুখে এমন সব অমঙ্গুলে কথা শুনে স্বর্গের জিমে কসরতে মহিষাসুরও চিন্তায় পড়ে যায়। দুর্গা মায়ের দৌলতে সে ফি বছর ফ্রিতে মর্তে ঘুরে আসে, এ বছর কি সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

বিস্তর চিন্তা ভাবনার পরে স্থির হল, এ বছর গণেশ একাই মহিষাসুর ও বাহনদের নিয়ে কলকাতায় আসবে। হাঙ্গামা কিছু হলে মারকুটে মহিষাসুর আর সিংহ সামলে নেবে। কিন্তু স্বয়ং দুগ্গা মা গরহাজির থাকলে কলকাতায় মহা শোরগোল পড়ে যাবে। সেই সমস্যার সমাধানসূত্রও অবশেষে বেরিয়ে এলো। গুগলে যোগাযোগ করে কার্তিক জনৈক মাদাম তুসোর মোম–পুতুলের কারখানায় অর্ডার পাঠিয়েছে।

তারা নাকি স্রেফ মোম দিয়ে বাকীদের এমন অবিকল মূর্তি বানিয়ে দেবে যা দেখলে কেষ্টনগরের পোটোরাও হুতোশে গলায় দড়ি দিতে চাইবে। গণেশের সঙ্গে সেই মূর্তিগুলিই কলকাতায় পাঠানো হবে, আর মা দুগ্গা বাকী তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে বিদেশের কোনও অজানা গন্তব্যের উড়ান ধরবেন। বছরান্তে একবার বাংলায় আসা, তায় এত বচ্ছরের অভ্যেস, তাতে ছেদ পড়লে মায়ের মনটা তো খারাপ হবেই। কিন্তু কি করা যাবে। যেখানে নিরাপত্তার অভাব, সেখানে তো আর ঝুঁকি নেওয়া চলে না ! তাই গোটা পরিকল্পনাটা নিশ্ছিদ্র গোপনতায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি স্বর্গের সিনিয়র রিপোর্টার মিঃ নারদের মুখেও কুলুপ।

# কচিকাঁচাদের ইচ্ছেপূরণ

সুন্দরবন বাসন্তীতে বিভিন্ন গ্রামে কচিকাঁচাদের ইচ্ছেটাকে পূরণ করল 'ইচ্ছেপূরণ'–এর সদস্যরা। প্রায় ৩ হাজার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নতুন জামা উপহার দিল তাঁরা। গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে যায় এক গাড়ি আনন্দ। কচিকাঁচাদের মুখের হাসিটাই তাদের পুজোকে আরো সমৃদ্ধ করবে বলে জানান রোহিত সাহা। আগামী বছর আরও গ্রামে পৌঁছতে চায় তারা।

হিন্দ্ সংঘ ও ভারত সেবা আশ্রম সংঘ যৌথভাবে চেতলা হিন্দ্ সংঘ প্রাঙ্গণে দুঃস্থদের এবং কচিকাচাদের হাতে কিছু বস্ত্র তুলে দেয়। তাদের এই প্রচেষ্টার সাথে ছিল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং বন্ধু এক আশা ভারত সেবা আশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিন্দ্ সংঘের সভাপতি তথা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ, হিন্দ্ সংঘের সহ সভাপতি সমীর দে এবং প্রবীণ সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল । এছাড়াও সংঘের মার্শাল আর্টের ছাত্র ছাত্রীরাও জামা–কাপড় তুলে দেয় কচিকাঁচাদের হাতে।

# মাঙ্গলিকী

## মা মিশন আশ্রমে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া :** হুগলি মা মিশন আশ্রমে রাধাষ্টমীর দিন সারা বাংলা অঙ্কন ও ভক্তিগীতি গানের প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন জেলা থেকে সফল প্রতিযোগিরা ফল স্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ করলেন। এই অনাথ আশ্রমের ছোট্ট ছেলেরা পড়াশোনা ছাড়াও অঙ্কন, ক্যুইজ, আবৃত্তিতে পারদর্শী ও অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আশ্রমের কর্ণধার তথা অধ্যক্ষ সরল সাদাসিধে মানুষ অধ্যক্ষ কার্তিক দত্ত বণিক। তিনি নিজেকে ছাপিয়ে সমাজ সংস্কৃতি জনজীবনে আশ্রমটিকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন। এতে যাঁরা পুরস্কার পেলেন 'ক' বিভাগে ছবি আঁকায় প্রথম সুপ্রদীন পাল দ্বিতীয় শ্রীজাতা সিংহ, তৃতীয় জিনিয়া মণ্ডল। পাশাপাশি 'খ' বিভাগে প্রথম শুভ দাস, তৃতীয় পৌলমী পাল, চতুর্থ সৌমভ বারিক। অন্যদিকে ভক্তিগীতিতে পুরস্কার পেলেন প্রথম শুভ্রা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় অনন্যা দাস চৌধুরী, তৃতীয় রতন সাধক ও কৌশিক সেন, চতুর্থ দেবস্মিতা সমাদ্দার। সর্বসাধারণ অঙ্কন বিভাগে জিতলেন যাঁরা প্রথম শুস্মিতা সাধুখাঁ, তৃতীয় ও সপ্তম রণি সাহা ও সিন্টু সাধুখাঁ। রবিবার বিকেলে আশ্রম চত্বরে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সমন্বয়ে পুরস্কার পর্ব জমে উঠে। এদিন এসেছিলেন চিত্রশিল্পী তরুণ ব্যানার্জী, আশ্রমের ট্রাস্টি বন্দনা বণিক, বাউল শিল্পী উত্তম হাজরা, আশ্রমের একনিষ্ঠ ছাত্র বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, বিজয় কৃষ্ণ দাস প্রমুখ।

## স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি পরিচালনায় রঙিন মাছব্যবসায়ী

**মলয় সুর, চন্দননগর :** একসময় দৈনন্দিন জীবনে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে লড়াই করতে হয়েছে।। দু'বেলা রুটি রুজির জন্য নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থার মধ্যে যাবতীয় প্রতিকূলতা বাধা বিঘ্নকে দূরে ঠেলে যারা এগিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম চন্দননগর নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা পতিত পাবন হালদার। পেশায় রঙিন মাছের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন অনেকদিন। রঙিন মাছ নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় বই লিখেছেন খান ছয়েক। প্রশিক্ষক পতিত পাবন হালদারের নেতৃত্বে ডুপ্লেক্স পট্টি কুমোর পাড়া অঞ্চলে নিলয় সংস্থার একটি 'রঙিন মাছের হাসপাতাল', গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রথম এই রঙিন মাছের চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

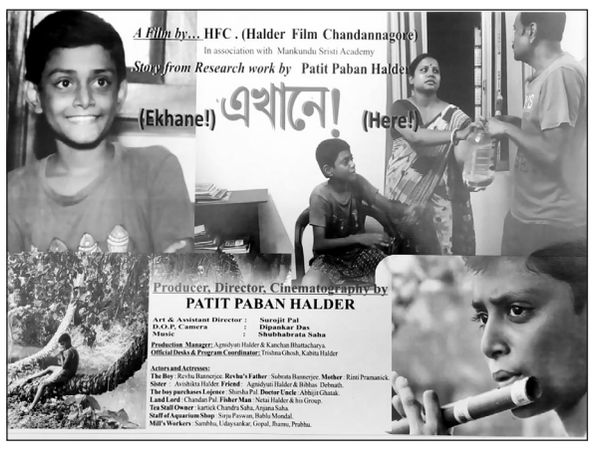


বেকার ছেলেদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য পতিতবাবু রঙিন মাছের প্রশিক্ষণকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও তার এই উত্থান পাদপ্রদীপের আলোয় ফেরা দিদিমণি তৃষ্ণা ঘোষের হাতধরে। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র টিভি চ্যানেল ও ম্যাগাজিনে পতিতপাবন বাবুর প্রচার তুঙ্গে রয়েছে। যা এককথায় অসাধারণ। চন্দননগর লিচুতলা জিটি রোডের পাশে রঙিন মাছের বিরাট শোরুম আছে। তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন চলচ্চিত্র জগতে হাত পাকানো। সেই সুপ্ত বাসনায় ভর করে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'এখানে' মুক্তি পেল আগস্ট মাসে। জল বাঁচাও পরিবেশ বাঁচাও নিয়ে যখন সারা দেশ আলোড়িত হচ্ছে। তখন পতিত পাবনের এই কথা না বলা সংলাপের মধ্য দিয়ে শৈশব ছুঁয়ে রয়েছে ছোটদের মন বোঝার উপায়। নির্বাক সাদাকালো এই ছবির সময়সীমা ১৮ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের। 'এখানে' ছবির মুখ্য ভূমিকায় আছেন আর্ট ও সহকারী ডিরেক্টর সুরজিৎ পাল, ক্যামেরায় দীপঙ্কর দাস, সাউন্ডে শুভব্রত সাহা, এডিটিং করেন বিশ্বজ্যোতি মণ্ডল, প্রচার ও পাবলিসিটিতে কবিতা হালদার।

## পত্রিকা প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সাহিত্য পত্রিকা 'আকাশে বাতাসে' প্রকাশিত হলো। সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায় কলকাতা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। পরবর্তী সংখ্যা পুজোর পর প্রকাশিত হবে বলে জানা গিয়েছে। ভালাষ স্বাধীনতা সংগ্রাম স্মৃতি রক্ষা সোস্যাইটির পক্ষ থেকে সোস্যাইটির বর্ষপূর্তি এবং ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর একটি আলোচনা সভা এবং বসো আকোঁ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রামপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী রানো, অজিতকুমার মন্ডল, মদনমোহন সূত্রধর সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

## অঙ্কনের আলোয় শিশুরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মাতৃরূপে ত্রিনয়নী জগদ্ধাত্রী সম্মানের ব্যবস্থাপনায় ঐতিহাসিক চন্দননগর স্ট্যান্ডে রবিবার সকালে এক বিরাট অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। এতে তিনটি বিভাগে ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অঙ্কনে মোম রং ও জল রং দিয়ে আঁকার নির্দেশ ছিল। এখানে 'ক' বিভাগে বিষয় ছিল যেমন খুশি আঁকা, 'খ' বিভাগে পুজোর ছবি ও যে কোন ঋতু, 'গ' বিভাগে যে কোনও উৎসব। সংগঠনটি একের পর এক উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। যদিও এর পিছনে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট সুব্রত মিত্র, সম্পাদক আকাশ দাস, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রণিত মজুমদার, সক্রিয় সদস্য অনিল মণ্ডল।

## মুক্তির পথে বাঁশি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জিতেন্দ্র নাহা প্রযোজিত নতুন বাংলা ছবি 'বাঁশি' এই দীপাবলীতে মুক্তি পাবে যদি সব ঠিকঠাক থাকে। 'নূপুরে'র পর 'বাঁশি' দর্শকের মন কাড়বে বলে সকলে আশাবাদী। এক অন্য ধরনের গল্প রহস্যে মোড়া তার সাথে ভালোবাসার ছোঁয়া, এই ছবির রূপদান করছেন তুহিন সিনহা। ছবির শ্যুটিং হয়েছে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গায়।

ছবিতে অভিনয় করছেন অভিষেক চ্যাটার্জি, তাপস পাল, অভিনেত্রী মৌটুসি বিশ্বাস ও আরও অনেকে। বহুদিন পর আবার বাংলা ছবিতে দেখা যাবে তাপস ও অভিষেক জুটিকে। মৌটুসি বিশ্বাসের এই প্রথম ছবি করার পর তিনি বলছেন প্রথমেই এক অনবদ্য ছবিতে সে কাজ করছে তাই আশাবাদী ছবি সকলেরই মন কাড়বে। প্রবীন দুই অভিনেতা জুটি জানান যে অল্পবয়সী নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লাগছে। ভীষণ ভাবে গর্বিত এমন কাজ করতে পেরে। এখন অপেক্ষা 'বাঁশি' কেমন সুর তোলে।

# 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'–এর নেপথ্য কাহিনী

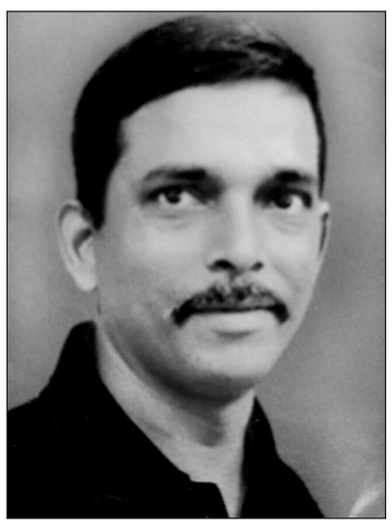

সিদ্ধার্থ সিংহ

উনি বললেন, চাকরি করবে?

আমি কোথাও কোনও দিন চাকরি করব ভাবিনি। ভেবেছিলাম, এই ভাবেই লেখালিখি করে যা পাই, তাতেই যখন চলে যাচ্ছে, খামোখা চাকরি করতে যাব কেন? কিন্তু যেই উনি আমাকে বললেন চাকরি করবে? অমনি গদগদ হয়ে আমি মাথা কাত করলাম, হ্যাঁ, করব।

উনি বললেন, তা হলে কাল থেকেই চলে আসুন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়?

উনি বললেন, এখানে।

সানন্দা'য় গিয়ে এ কথা বলতেই সবাই আমাকে ঘিরে ধরল, এ তো দারুণ খবর। তা হলে কাল থেকে তুই এখানে আসছিস? তুই অবশ্য এমনিই রোজ আসতি, কাল থেকে একেবারে পাকাপাকি ভাবে। খুব ভাল হল রে। খুব ভাল খবর। যা, মিষ্টি নিয়ে আয়।

সুদেষ্ণাদি বললেন, যাঃ, ও এখন কোথায় টাকা পাবে! মাইনে পাক, তার পর খাওয়াবে।

ওদিককার কোণে বসতেন সিদ্ধার্থদা। মানে সিদ্ধার্থ সরকার। তিনি আমাকে ইশারায় ডেকে পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে চুপিচুপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমি দিয়েছি কাউকে বলার দরকার নেই। যাও, মিষ্টি নিয়ে এসো।

কাল থেকে আমার চাকরি হচ্ছে, সানন্দার সকলেই বেশ খুশি। আমিও খুশি। কিন্তু পর দিন যখন অরূপবাবুর কাছে গেলাম, আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। না, আমার চাকরি সানন্দায় হচ্ছে না। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন রমাপদ চৌধুরীর ঘরে। আমাকে দেখিয়ে রমাপদবাবুকে বললেন, আপনাকে বলেছিলাম না... একটা নতুন ছেলে দেব। এই-ই সে।

রমাপদবাবু আমাকে খুব ভাল করেই চিনতেন। তিনি বললেন, ওঁকে তো আমি চিনি। সিদ্ধার্থ সিংহ। ও তো বহু দিন আগে থেকেই আমার পাতায় লেখে।

অরূপবাবু বললেন, তা হলে তো ভালই হল। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ থেকেই কাজে লেগে যান। আপনি ওনাকে হেল্প করবেন।

সে দিন থেকেই আমার চাকরি হয়ে গেল রবিবাসরীয়তে।

যে রমাপদবাবুকে আমি এত দিন ধরে চিনতাম, যাঁর সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট মোড়ের 'দিলখুশ' রেস্টুরেন্টে গিয়ে নীরেনদা আর তাঁর সব চেয়ে প্রিয় পদ---কবিরাজি কাটলেট খেতাম, যিনি বাসে করে অফিসে এলে ট্যাক্সিতে ফিরতেন, আর ট্যাক্সিতে এলে বাসে, যাঁকে মাঝে মাঝেই আমি বি বা দি বাগের মিনিবাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আসতাম, তাঁর অধীনে যেই আমার চাকরি হল, দেখলাম তাঁর চেহারা পাল্টে গেছে।

অরূপবাবু চলে যেতেই তিনি বললেন, বসুন। একটা কথা মন দিয়ে শুনুন। আপনি এখানে কাজ করবেন তো? আপনাকে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, এটা যেন দ্বিতীয়বার আমাকে আর কখনও বলতে না হয়। আপনি যখন এই অফিসে ঢুকবেন, তখন আপনার যত রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, হা-হুতাস আছে, সব আনন্দবাজারের গেটের বাইরে রেখে আসবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে রাখবেন, এটা তো রবিবাসরীয়। এখানে গল্প আর ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হয়। অনেক হাতছানি থাকবে। সেগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অনেক লেখক গায়ে পড়ে বন্ধুত্ব করতে আসবে। খুব সাবধান। আর একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার শত্রুও যদি ভাল লেখে, তার বাড়ি বয়ে গিয়ে লেখা নিয়ে আসবেন। আর আপনার বন্ধুর লেখা যদি নট আপ টু দ্য মার্ক হয়, তা হলে জোড় হাত করে তাকে বিদেয় করবেন। বুঝেছেন?

সে দিনকার তাঁর সেই কথা আমি এমন অক্ষরে অক্ষরে মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম যে, শুধু অফিসের কাজের ক্ষেত্রেই নয়, শুধু তাঁর সঙ্গে যৌথ ভাবেই নয়, যখন লীলা মজুমদার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন, প্রদীপ ঘোষ, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বা একক ভাবেও কোনও সংকলন সম্পাদনা করেছি, রমাপদবাবুর সেই কথাটা আমি সব সময় মনে রেখেছি। এবং সেই সংকলন আরও সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী করার জন্য আমি নিজের থেকেও প্রয়োগ করেছি আমার নিজস্ব কিছু কৌশল। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

আমি তো নিয়মিত অফিস যাওয়া শুরু করলাম। রবিবাসরীয়তে কাজ করলেও আমার মন পড়ে থাকত সানন্দা'য়।

একদিন হঠাৎ করিডর দিয়ে যেতে যেতে কালাদার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, অনেক দিন ধরে ভাবছি তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আমি বললাম, কী?

উনি বললেন, তোর বাবা কী করে?

আমি একটু জড়সড় হয়ে গেলাম। উনি হঠাৎ আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন! আমি বললাম, কেন বলুন তো?

কালাদা বললেন, না, সে দিন তোকে যখন বললাম, মানহানির ওই এক কোটি টাকা তুই দিতে পারবি কি না, তখন তুই বললি না... এ মাসে একটু অসুবিধে আছে। তাই...

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, আসলে আমার পকেটে তখন একশো টাকাও ছিল না। একশো টাকাও নেই, এক কোটি টাকাও নেই। আমার কাছে তখন দুটোই সমান। তাই ওই কথা বলেছিলাম।

আমার কথা শুনে উনি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। গটগট করে চলে গেলেন।

**দশ**

মামলা চলছিল। ডেট পড়লে ওরাও কোর্টে যেত। আমরাও। প্রথম একটা-দুটো ডেটে ওদের সঙ্গে প্রচুর ছেলেপুলে থাকত। যত ডেট পড়তে লাগল, ওদের সঙ্গে আসা লোকজনের সংখ্যাও তত কমতে লাগল। তবু আমি যখন কোর্ট চত্বরে ঢুকতাম, বুঝতে পারতাম না কারা ওদের লোক। আমার দিকে কেউ তাকালেই মনে হত সবাই বুঝি আমাকেই ফলো করছে। তাই কোর্টের কাজ মিটে গেলেও আমি সহজে কোর্ট চত্বর থেকে বেরোতাম না। একা পেয়ে যদি ওরা কিছু করে!

কিন্তু না। তেমন কোনও কিছুই ঘটল না। উল্টে পঞ্চম যে ডেটটা পড়ল, দেখলাম, আমার মুখোমুখি হতেই, যে তপনদা আমাকে সে দিন টানতে টানতে সামনের নির্মীয়মান বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, মারধর করেছিলেন, সেই তপনদাই আমাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, ভাল তো?

যে কাউন্সিলরের নেতৃত্বে পুরো ঘটনাটা ঘটেছিল, ফেরার সময় তিনি আমাকে বললেন, বাড়ি যাবে তো? আমাদের গাড়িতে যেতে পারো।

যে দাপুটে নেতা দাবি করেছিলেন, এই গল্পটা আমাকে নিয়ে লেখা, আমিই রাত্রিবেলায় দলবল নিয়ে রেশন দোকানের শাটার ফেলে ব্লু-ফিল্ম দেখি, সেই তিনিই যখন লোকজন পরিবৃত হয়ে এজলাসের বাইরে দাঁড়িয়ে ফুটপাথের চায়ের দোকান থেকে চা খাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে তিনি বললেন, ভাই, চা খাবে নাকি?

আর তাঁদের সঙ্গে যারা ছিল? তারা তো আমাকে দেখলেই একেবারে গদগদ।

মামলা চলছিল। আমার হয়ে মামলাটা লড়ছিল আনন্দবাজার গোষ্ঠী। এরই মধ্যে একদিন আনন্দবাজারের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের মানস চক্রবর্তী আমাকে এসে বললেন, এই শোন, তোর সানন্দার যে গল্পটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, সেই গল্পটা দে না, বই করি।

আমি জানতাম, সেই মুহূর্তে যে প্রকাশন সংস্থা বাংলা বাজারে এসেই হইচই ফেলে দিয়েছে, লেখকদের আগাম টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি কিনে নিচ্ছে, একই দিনে একদম অচেনা, অজানা তরুণ কবিদের একশো পঁচিশটা কবিতার বই, না; এক-দু'ফর্মার নয়, কমপক্ষে চার ফর্মা থেকে শুরু করে ছয়, সাত, আট, দশ ফর্মার বই একসঙ্গে বের করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে, সেই সৃষ্টি প্রকাশনীর কর্ণধার অমল সাহার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক একেবারে গলায় গলায়। সেই প্রকাশনীর অনেকটাই দেখভাল করেন এই মানসদা। তবু আমি বললাম, ওটা দিয়ে বই হবে কী করে! ওটা তো একটা ছোট গল্প। ছাপলে খুব বেশি হলে পাঁচ-ছ'পাতা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন, ধুর বোকা, শুধু ওই গল্পটা দিয়ে কোনও বই হয় নাকি? আমি জানি না? ওই গল্পটার সঙ্গে আরও দশ, বারো বা কুড়িটা গল্প দিয়ে দে। দেখবি, গায়ে-গতরে একটা ভাল বই হয়ে যাবে। শুধু ওই গল্পটা বইয়ের প্রথমে দিবি আর বইটার নাম রাখবি--- বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল, ব্যাস।

> **মামলা মামলার মতো চলছিল। এরই মধ্যে শিশির মঞ্চে 'বিশ্ব ও শিল্পী' মহাধুমধাম করে মঞ্চস্থ করল--- 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'। নাট্যরূপ সত্যজিৎ কোটালের। কলকাতা ছেয়ে গেল পোস্টারে--- 'ইভটিজিং কী চলতেই থাকবে? 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' একটি আন্দোলন। আপনিও সামিল হোন।' কোনও হোর্ডিংয়ে লেখা হল--- '৩১ অক্টোবর সন্ধে সাড়ে পাঁচটার পর কোথাও আর ইভটিজিং নয়।'**

আমি অবাক। বাব্বা, আমার গল্পের নাম ওঁর মনে আছে! কিন্তু সমস্যা হল, আমি তো ওই একটাই গল্প লিখেছি। ওটাই প্রথম ওটাই শেষ। একটা গল্প লিখেই এত ঝামেলা! এর পরে আরও গল্প লিখলে না জানি আরও কত বড় বিপদ এসে সামনে দাঁড়াবে! কিন্তু আর যদি কোনও গল্প না লিখি তা হলে বই হবে কী করে! তার মানে আমাকে আরও অন্তত বেশ কয়েকটা গল্প লিখতে হবে। কিন্তু দশ, বারো, কুড়িটা গল্প তো আর এক-দু'দিনে লিখে উঠতে পারব না! একটু সময় লাগবে। সব কাজকর্ম করে, সানন্দার নিয়মিত অর্ডারি লেখাগুলো লিখে দিনে যদি দুটো করেও গল্প লিখি, দশটা গল্প লিখতেই তো কম করে পাঁচ দিন লেগে যাবে! তা হলে!

আমি তাই মানসদাকে বললাম, ঠিক আছে, দেব। কিন্তু আমাকে ক'টা দিন সময় দাও।

মানসদা বললেন, নে না, দু'-তিন সপ্তাহ সময় নে। কোনও অসুবিধে নেই। ম্যানেসক্রিপ্ট রেডি হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দিস।

মানসদার কথা শুনে আমি যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম। আমি তো ভেবেছিলাম, উনি ম্যানেসক্রিপ্ট চাইছেন মানে কালই দিতে হবে। কিন্তু তা না। দু'-তিন সপ্তাহ সময়! সে তো প্রচুর সময়! একটা কেন? অত সময় পেলে তো আমি দশটা বই লিখে ফেলতে পারি!

এরই মধ্যে একজন চিত্রপরিচালক খোঁজ করে করে আমার বাড়িতে এসে 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'-এর ছায়াছবির সত্ত্ব কিনে নিয়ে গেলেন। তিন বছরের মধ্যে করবেন। যদি ওই সময়ের মধ্যে উনি করতে না পারেন, তা হলে চুক্তি বাতিল।

এক সপ্তাহও কাটল না। আমার এলাকারই একটি ছেলে এলেন ওই গল্পটি নিয়ে নাটক করার জন্য। তিনি জোড়াজুড়ি করতে লাগলেন, ওটার নাট্যরূপ লিখে দিন।

আমি তাকে সরাসরি বলে দিলাম আমাকে আরও কয়েকটা নতুন গল্প লিখতে হচ্ছে, শুধু লিখলেই তো হবে না, লেখার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সেগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে যায়, সে দিকেও নজর দিতে হবে। কারণ, একবার বইয়ে ছাপা হয়ে গেলে সেগুলো আর কোনও পত্রিকা ছাপবে না। ফলে একটু চাপে আছি। আমার পক্ষে এক্ষুনি নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনি যদি একান্তই নাটকটা করতে চান, তা হলে আপনি নিজেই নাট্যরূপ দিয়ে নিন না... দরকার হলে না হয় আমি একবার চোখ বুলিয়ে দেব।

ছেলেটা রাজি হয়ে গেলেন।

অভিষেক নামে ভবানীপুরের একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গড়ে তুলল 'সিদ্ধার্থ সিংহ ফ্যান অ্যাসোসিয়েশন'। তখন কে যে কী করছে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

হঠাৎই আমার পাড়ার একটা লোকের মাধ্যমে ওরা, মানে এই গল্প লেখার জন্য যাদের হাতে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম, সেই দলের পান্ডা, মানে ওই দাপুটে নেতার তরফ থেকে আমার কাছে প্রস্তাব এল, কোর্টের বাইরে কেসটা মিটমাট করে নেওয়ার জন্য।

আমি সে কথা কালাদা, মানে বিজিতকুমার বসুকে বলতেই কালাদা বললেন, তুই কী চাইছিস?

আমি বললাম, উনি আমার বাড়ির কাছাকাছি থাকেন না ঠিকই, কিন্তু বাকিরা তো সবই আমার বাড়ির আশপাশে থাকে, তাই ভাবছিলাম, সকাল হলেই যখন মুখোমুখি দেখা হবে... তা ছাড়া শুধু কোর্টে নয়, রাস্তাঘাটে যেখানেই ওদের সঙ্গে এখন দেখা হচ্ছে, ওরা কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে আর কোনও খারাপ ব্যবহার করছে না। কোনও আজেবাজে কথাও বলছে না। উল্টে ভাল ব্যবহার করছে। আমাকে তো কোর্টের মধ্যে ওই নেতাও একদিন চা খাওয়াতে চেয়েছিলেন।

কালাদা বললেন, টাকা চা।

আমি হতবাক। টাকা!

উনি বললেন, ওরা তো তোকে মারধর করেছে। বেইজ্জত করেছে। কিছু খেসারত দেবে না? এমনি এমনি মিটিয়ে নিবি?

মামলা মামলার মতো চলছিল। এরই মধ্যে শিশির মঞ্চে 'বিশ্ব ও শিল্পী' মহাধুমধাম করে মঞ্চস্থ করল--- 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'। নাট্যরূপ সত্যজিৎ কোটালের। কলকাতা ছেয়ে গেল পোস্টারে--- 'ইভটিজিং কী চলতেই থাকবে? 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' একটি আন্দোলন। আপনিও সামিল হোন।'

কোনও হোর্ডিংয়ে লেখা হল--- '৩১ অক্টোবর সন্ধে সাড়ে পাঁচটার পর কোথাও আর ইভটিজিং নয়।'

এ দিন নাটক শুরুর আগে সংবর্ধনা জানানো হয় সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত, চিত্রশিল্পী বিজন চৌধুরী, বাচিকশিল্পী প্রদীপ ঘোষ, নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, নৃত্যশিল্পী বৈশাখী মজুমদার, ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য-সহ মোট আট জনকে। সে দিন শিশির মঞ্চে এত দর্শক উপচে পড়েছিলেন যে, 'বিশ্ব ও শিল্পী' সবাইকে বসার আসনও দিতে পারেনি। বহু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুরো অনুষ্ঠানটা দেখেছিলেন। সে খবর শুধু বাংলা নয়, হিন্দি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ছবি-সহ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। তার পরেও কত বার যে ওই নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই।

মামলা চলছিল। পাশাপাশি আমার লেখাও। কয়েক দিনের মধ্যেই লিখে ফেললাম বেশ কিছু গল্প। গল্পগুলো ছাপাও হতে লাগল আনন্দবাজার, দেশ, সানন্দা, প্রতিদিন, সাপ্তাহিক বর্তমান, নবকল্লোল, প্রসাদ, কথাসাহিত্যে।

লেখার ঘোরে ক'টা গল্প লিখে ফেলেছি, গুনিনি। যখন মানসদার জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গেলাম, তখন আমি আর লেখক নই, সম্পাদক। ফলে আমার নিজের লেখা হলেও নির্মম ভাবে বাদ দিতে লাগলাম একটার পর একটা গল্প।

অবশেষে মানসদার হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দেওয়ার মাত্র ষোলো দিনের মথায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বেরিয়ে গেল সেই বই। কানায় কানায় পূর্ণ কলকাতা প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল--- বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। সে দিন কে উপস্থিত ছিলেন না সেখানে? বাঘ-সিংহ, হাতি-ঘোড়া-সহ সব রাঘব বোয়ালেরা।

তিন বছরের জন্য চুক্তি করে গেলেও যেহেতু মামলা চলছিল, তাই আইনের লাল সুতোর প্যাঁচে পড়ে সেই চিত্রপরিচালক আর শ্যুটিং শুরু করতে পারলেন না। বাতিল হয়ে গেল চুক্তি। তাঁর দিয়ে যাওয়া চুক্তির টাকা আমি ফেরত দিতে চাইলেও তিনি সবিনয়ে তা ফিরিয়ে দেন।

মামলা চলাকালীনই--- না, কোনও টাকাপয়সা নিয়ে রফা নয়, যেহেতু উনি নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, বিভিন্ন লোকের উসকানিকে ঝোঁকের মাথায় দলে পড়ে উনি ও রকম একটা কাজ করে ফেলেছেন, তাই তাঁর আবেদনে শেষ পর্যন্ত আমি কালাদাকে কেসটা তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করি এবং আমার অনুরোধেই সব দিক খতিয়ে দেখে ওদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ অবশেষে মামলাটা তুলে নেয়।

সেই 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' বইটা বেরোনোর পরে প্রচুর পত্রপত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরোলেও, প্রচুর লোকজন চিঠি দিয়ে, ফোন করে আমাকে বাহবা দিলেও, ওই বই পড়ে রমাপদ চৌধুরী আমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিলেন, তা আমি কোনও দিনও ভুলব না। উনি লিখেছিলেন, প্রথম গল্প লিখেই বাংলা সাহিত্যে আপনি যে ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন, তার ধ্বনী বহু দিন পর্যন্ত, এমনকী এই পৃথিবীতে যখন আপনি থাকবেন না, তখনও শোনা যাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পঁচিশ বছর আগে এ সব ঘটনা ঘটলেও, এখনও যেন মনে হয়, এই তো সে দিনের কথা! সমস্তটাই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে প্রথম দিনের ঘটনাটাও। এখানে তুলে দেওয়া হল সেই বিতর্কিত গল্প, যা নিয়ে এত ধুন্ধুমার কাণ্ড, না; সরাসরি 'সানন্দা' থেকে নয়, কারণ, যে সংখ্যায় ওই গল্পটি ছাপা হয়েছিল, সেটি আমার কাছে নেই। তাই আমার 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' গল্পের বই থেকেই তুলে দেওয়া হল সেই বিতর্কিত গল্প--- বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল।

**শেষাংশ**

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১**

# পিয়ারলেসের জয়ে চিয়ারফুল কলকাতা লিগ

**রূপম জানা**

গতবছর হয়েছিল রানার্স। আর এবার একেবারে চ্যাম্পিয়ন। কলকাতা লিগে পিয়ারলেসের জয়ী হওয়াকে এককথায় প্রকাশ করতে হলে বলতেই হবে পিয়ারলেস বাংলাকে চিয়ারফুল করে তুলল। ইস্টার্ন রেলের পর এতযুগ পর কোনও ছোট দলের কলকাতা লিগ জয় নিশ্চিতভাবে নয়া ইতিহাস রচনা করল। বেশ কয়েকজন স্থানীয় ফুটবলার ও গোলপিপাসু ক্রোমায় ভর করে এবারের লিগে এই সাফল্য এল পিয়ারলেসের। আগামী দিনে পিয়ারলেসের সমর্থক যদি এর ফলে বেড়ে যায় অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তৃতীয় প্রধানের স্বীকৃতি অনেকদিনই হারিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং। এবার মোহন-ইস্ট ও বুঝে গেল তাদের ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলার দল মজুত রয়েছে। এছাড়াও ভবানীপুর বা এরিয়ান্সের মতো দলও এবার যথেষ্ট ভালো খেলল।

গতবছর ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে পিছনে ফেলে পিয়ারলেসের এই রানার্স হওয়া নিশ্চিতভাবে খুবই আনন্দের কথা। বিশেষ করে যারা ফুটবলের বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করেন তাদের কাছে তো বটেই। আসলে অল্পসংখ্যক হলেও এখনও ময়দানে কিছু মানুষকে দেখা যায় এমন ছোট দলের সমর্থনে গলা ফাটাতে। তথাকথিত বড় দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ থাকলে তো কথাই নেই। এসব দলের হয়ে প্রোপাগান্ডা করতে তখন যাকে বলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েন ফুটবল জগতের এই নিখাদ প্রেমীরা। পিয়ারলেস ছাড়াও যে দলটি গত কয়েক বছর ধরে বেশ আলোড়ন ফেলেছে সেটি হল সার্দান সমিতি। গত ২৭ জুলাই বারাসত স্টেডিয়ামে সার্দান সমিতি মুখোমুখি হয়েছিল বিএসএস স্পোর্টিংয়ের। ওইদিনই কলকাতা লিগের আরও একজোড়া ম্যাচ ছিল দুই প্রান্তে। হাওড়া স্টেডিয়ামে রেনবো এসি বনাম ভবানীপুর ক্লাব, গয়েশপুর স্টেডিয়ামে কালীঘাট এমসি বনাম কাস্টমস সম্মুখ সমরে থাকছে। ২৯ জুলাই, মাঠে নেমেছিল কলকাতা ফুটবলের তৃতীয় প্রধান হিসেবে পরিচিত ও একসময়ের ডাকসাইটে দল মহমেডান স্পোর্টিং নিজেদের মাঠে এরিয়ানের বিরুদ্ধে খেলবে। গত ৩১ জুলাই,বুধবার নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হয় জর্জ টেলিগ্রাফের। এভাবেই মাঠে নেমে পড়েছে তিন প্রধান। গতবারের রানার্স পিয়ারলেস, এরিয়ানস, কাস্টমস, সার্দান সমিতিরা রেনবোও খেলেছে তাদের প্রথম ম্যাচ।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও কয়েক বছর আগে বড় টিমের মর্যাদা পেত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কালের জাতাকলে পড়ে অবশ্য এখন দুই প্রধানের চেয়ে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সাদা-কালো দলটি জাতীয় লিগে তো একেবারেই ছিটকে গিয়েছে। কোনওভাবেই ফিরতে পারছে না দেশের মূল স্রোতে। ফলে জাতীয় ফোকাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। অথচ একটা সময় শুধু কলকাতা বলে নয়, ডুরান্ড বা ডিসিএমের আসর বসলে দিল্লি আর রোভার্সে মুম্বইয়ের কাতারে কাতারে সমর্থক মহমেডানের খেলা দেখতে মাঠ ভরাতো। সেই জায়গা থেকে সাদা-কালোর এই পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুঃখের। এহেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সবথেকে বড় টার্গেট হতে চলেছে কলকাতা ফুটবল লিগে দারুণ খেলে জাতীয় ফুটবলের নজরে আসা। সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো পোড়খাওয়া মানুষকে কোচ করে সাদা-কালো ম্যানেজমেন্ট এদিক থেকে কিছুটা হলেও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু সেই বাবলুদারও বিদায় ঘটেছে সাদা-কালো পরিবার থেকে।

নতুন মরশুম শুরুর ঠিক আগে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির খবর নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করছে কলকাতার বড় টিমগুলিকে। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে ইগর স্টিমাচের আগমন পুরো দেশের ফুটবলকেই নতুন দিক এনে দিয়েছে। কলকাতা লিগেরঅব্যবহিত আগে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে প্রস্তুত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে মোহনবাগানের জন্য গত ২-৩ বছর যথেষ্ট ভালো গেলেও শেষ মুহূর্তের ব্যর্থতা ট্রফি দেয়নি বাগানকে। বলতে গেলে মুখের সামনে থেকে ফসকে গিয়েছে জাতীয় লিগ ও ফেড কাপ। ইস্টবেঙ্গল বরং তুলনামূলকভাবে এই দুবছর অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তবে গতবছর থেকেই লাল-হলুদ পুরো পালটে গিয়েছে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রোর ছোঁয়ায়। আই লিগ জেতার মিশন সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েও সামান্যর জন্য তা ফসকেছে লাল-হলুদ। এমনিতে মোহনবাগানের গত ৪-৫ বছরে যা পারফেরমেন্স তাতে বাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের যে গুরুত্ব ছিল তা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এর মধ্যে একবার আই লিগ এসেছে সবুজ মেরুন তাবুতে। গত দুবার মোহন ব্রিগেড যে আই লিগ রানার্স হয়েছে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া কিই বা বলা চলে। সেই মোহনবাগানী আগ্রাসন ফের অস্তমিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সূর্য উত্থানের আবহে। যার নেপথ্যে স্প্যানিশ জাদুর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

তাও গত ৩-৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের সেই লাগাতার সাফল্যের পিছনে ছিল এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের সেসময় চাগাতে সাহায্য করেছিল। সনি নর্ডির মতো উচ্চমানের বিদেশির পাশাপাশি আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিয়েছেন। সেই মোহনবাগানেও এবার পুরো স্প্যানিশ স্পর্শ। কোচ কিবু নিজেও যেমন স্প্যানিশ তেমনই বিদেশির বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি স্পেনীয় ফুটবলারেই মনোনিবেশ করছেন। এর পিছনে কিবুর অকাট্য যুক্তি হল স্প্যানিশ ফুটবলাররা এমনই ধাঁচের যে তারা যে কোনও আবহ, যে কোনও ভৌগোলিক পরিবেশ বা দেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন। ফলে মোহন-ইস্ট এর এই স্প্যানিশ সমাগমে পুরো কলকাতাই এখন তিকিতাকা জাদুর জন্য অপেক্ষমান। তাও শেষপর্যন্ত মোহন-ইস্টের স্প্যানিশ ম্যাজিক ব্যর্থ করে কলকাতা লিগ ঘরে তুলে ইতিহাস সৃষ্টি করল উদীয়মান পিয়ারলেস।

# লাতিন আমেরিকা কি রাজপাট ফিরে পাবে?

**অরিঞ্জয় মিত্র**

ভারতীয় ফুটবল দলে কবে বিশ্বকাপে শামিল হতে পারবে তা নিয়ে যেমন গোটা দুনিয়ার প্রশ্ন রয়েছে তেমনই দক্ষিণ আমেরিকা বা লাতিন আমেরিকা কবে তাদের রাজপাট ফিরে পারে সেটাও সাধারণ ক্রীড়ামোদীর ভাবনাকে তাড়িত করছে। আসলে ১৯৭০ এর পর থেকে যে সিস্টেম চালু ছিল তাতে ভাঙন আসতে পারে কেউ ভাবতেই পারেনি। এই সিস্টেম অনুযায়ী প্রতি চার বছর অন্তর ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকার দলগুলি বিশ্বজয় করেছে। সেটারই দফারফা হয়ে গিয়েছে উপর্যুপরি চার বছর ইউরোপ বিশ্বজয় করায়। লাতিন আমেরিকার যে স্কিলের জন্য সারা দুনিয়া তার ভক্ত সেই অভিনব দক্ষতাকেই এবার টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ইউরোপিয়ান প্রেসিং অ্যান্ড পাওয়ার ফুটবল। শিল্পের সমঝদারদের কাছে যা রীতিমতো ভয়ের বিষয় হয়ে উঠছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল হল এমন একটা ইভেন্ট যা দেখতে টিভির সামনে রীতিমতো হামলে পড়ে সাধারণ মানুষ। টিভির সামনে বসে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব ফুটবলের সব থেকে বড় উৎসব। রাশিয়া বিশ্বকাপকে ঘিরে এমনই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল গতবছর। বিভিন্ন টিম তাদের প্রস্তুতি পর্ব চালু করে দিয়েছিল নিজেদের মতো করে।

অন্যতম ফেভারিট ব্রাজিল প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে সাড়া ফেলেও দিয়েছিল। ২০১৪-র বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার গ্লানিতে খানিকটা হলেও মলম লেপে দিতে পেরেছিল হলুদ সবুজ জার্সিধারীরা। অন্য একটি প্রস্তুতি ম্যাচে আবার মেসিকে ছাড়া খেলতে নেমে ১-৬ গোলে স্পেনের কাছে হার শিকার করতে হয়েছিল দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে। যদিও ওয়ার্ম-আপ পর্বের এইসব ম্যাচকে অতোটা গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন সমর্থকরা। তাদের বক্তব্য ছিল রাশিয়ার মাটিতে যেটা হবে সেটাই হল আসল লড়াই। যদিও শেষপর্যন্ত লাতিন আমেরিকার দুই শক্তিধর দেশ ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা ফের ব্যর্থতার স্বাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে। অথচ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কাছে 'হয় এবার, নয় নেভার হয়ে উঠেছিল ২০১৪-র বিশ্বকাপ।

৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ বার কাপ পেয়েছিল ২০০২ সালে। ১৬ বছরের খরা মেটাতে তাই বদ্ধপরিকর ছিল ফুটবল জাদুকর পেলের দেশ। এর আগে ১৯৭০-এর পর টানা ২৪ বছর ব্রাজিলকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের বিশ্বকাপটি পেতে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জাদুর ওপর নির্ভর করে কামাল করেছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৯৮তে প্যারিসের মাটিতে ফ্রান্সের কাছে অদ্ভুতভাবে ০-৩ হার মানতে হয় লাতিন আমেরিকার এই হিরোদের।

এরপর ২০০২ সালে ফের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। তাদের নিকটতম পড়শি আর্জেন্টিনা আবার মারাদোনা ক্যারিশ্মার উপর নির্ভর করে ১৯৮৬ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০তে ফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নেয়। ব্রাজিলের পর বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড যুগ্মভাবে জার্মানি ও ইতালির (৪ বার)। তবে গত ৪টি বিশ্বকাপেই সুবিধা করতে পারে নি লাতিন আমেরিকা। ইতালি, স্পেন,জার্মানি ও ফ্রান্স শেষ ৪ বার বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে। ২০২২ এ কি লাতিন আমেরিকা তার হৃতগৌরব উদ্ধার করতে পারবে, না নতুন কোনও শক্তির উদ্ভব ঘটবে এশিয়া মহাদেশ থেকে সেদিকেও নজর রয়েছে অনেকেরই।

ভুটানে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৭ ইন্দো-ভুটান এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে কাবাডিতে এইচ.বি বিদ্যাপীঠ, শিলিগুড়ি এবং রয়্যাল একাডেমির শিক্ষার্থীরা স্বর্ণপদক জেতেন। ভলিবল প্রতিযোগিতায় তারা রৌপ্যপদকও অর্জন করেছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

**Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.**

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com